খণ্ড ৬, সংখ্যা ৬

সেপ্টেম্বর ১৬-৩০, ২০২৫

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
Ayushman Bharat
PM-JAY

দেশজুড়ে অনুরণন

আয়ুষ্মান ভব

আয়ুষ্মান ভারত যোজনা বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে এক স্বাস্থ্য বিপ্লবের সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিশ্বায়িত মডেল গড়ে উঠেছে যে সারা দেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলছে – আয়ুষ্মান ভব

For e-copy

একটিই মন্ত্র : ‘ভোকাল ফর লোকাল’
একটিই পথ : ‘আত্মনির্ভর ভারত’

‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি প্রান্তের সমস্ত বয়সের মানুষ একসূত্রে বাঁধা পড়েন। বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও অভিযান হোক বা স্বচ্ছ ভারত অভিযান, খাদি বা প্রকৃতির জন্য ভালোবাসা, আজাদি কা অমৃত মহোৎসব বা অমৃত সরোবর নিয়ে আলোচনা, ‘মন কি বাত’-এ প্রধানমন্ত্রী যা কিছু বলেছেন, তাই পরবর্তীকালে এক গণ-আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে। এই চেতনাতেই প্রধানমন্ত্রী মোদী আত্মনির্ভরতার পথে বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে চলতে গিয়ে ভোকাল ফর লোকাল-এর মন্ত্র দিয়েছেন। এখানে মন কি বাত-এর কয়েকটি সম্পাদিত নির্বাচিত অংশ দেওয়া হল ...

- **এনডিআরএফ-এসডিআরএফ :** বর্ষার মরশুমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেশের পরীক্ষা নিচ্ছে। বন্যা এবং ভূমিধ্বসের জেরে ব্যাপক ধ্বংসলীলা আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। যে কোনো সঙ্কটের সময় আমাদের এনডিআরএফ-এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী দিন-রাত এক করে জীবন বাঁচানোর সর্বতো প্রয়াস চালিয়েছে।

- **বিপর্যয়ের সময়ে সাহায্য করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ :** বিপর্যয়ের সময়ে সেনাবাহিনী এগিয়ে এসেছে। স্থানীয় মানুষজন, সমাজকর্মী, চিকিৎসক, প্রশাসন এবং প্রত্যেকেই সঙ্কটের প্রহরে সম্ভাব্য সবরকমের প্রয়াস চালিয়েছেন। কালের এই পরীক্ষার সময়ে সবকিছুর উর্ধ্বে মানবতাকে রাখার জন্য আমি দেশের প্রতিটি নাগরিককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

- **আমার দেশ বদলাচ্ছে :** জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামায় একটি স্টেডিয়ামে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ সেখানকার প্রথম দিন-রাতের একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে সমবেত হয়েছিলেন। আগে এটা ভাবাই যেত না, কিন্তু এখন আমার দেশ বদলাচ্ছে। পুলওয়ামায় রাতের বেলা হাজার হাজার মানুষ ক্রিকেট ম্যাচ উপভোগ করছেন, এ এক দেখার মতো দৃশ্য।

- **যে খেলে, সে বিকশিত হয় :** দেশের উন্নয়নের জন্য ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর অনুভব, দেশের ঐক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে খেলাধূলার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। সেজন্যই আমি বলি, যে খেলে, সে-ই বিকশিত হয়। আমাদের দেশ যত বেশি প্রতিযোগিতায় খেলবে, ততই বিকাশলাভ করবে।

- **যুব ডেটাব্যাঙ্ক :** ‘প্রতিভা সেতু’ নামে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার চূড়ান্ত মেরিট লিস্টে জায়গা পাননি, এমন ১০,০০০-এরও বেশি প্রতিভাবান যুবা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এই ডেটাব্যাঙ্কে রয়েছে।

- **সৌর রাইস মিল :** সৌরশক্তি কৃষকদের জীবন বদলে দিচ্ছে। একই কৃষিজমি, একই কঠোর পরিশ্রম, একই কৃষক, কিন্তু এখন পরিশ্রমের ফল অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে। এই পরিবর্তন এসেছে সৌর পাম্প ও সৌর রাইস মিলের হাত ধরে। আজ দেশের বহু রাজ্যে কয়েকশ’ সৌর রাইস মিল স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে কৃষকদের আয় বেড়েছে, তাঁদের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

- **বিশ্বকর্মা ভাইয়েরা :** আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা জয়ন্তী। আমাদের যে বিশ্বকর্মা ভাইয়েরা ক্রমাগত বিভিন্ন প্রথাগত শিল্পের দক্ষতা ও জ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, আমাদের ছুতোর, কামার, স্বর্ণকার, মৃৎশিল্পী, ভাস্কর, রাজমিস্ত্রী – তাঁদের প্রতি এই উৎসব নিবেদিত।তাঁরাই ভারতের সমৃদ্ধির ভিত্তি। এই বিশ্বকর্মা ভাইদের সাহায্যের জন্য আমাদের সরকার বিশ্বকর্মা যোজনা চালু করেছে।

- **ভারতীয় সংস্কৃতি :** কানাডার মিসিসাউগায় ভগবান রামের ৫১ ফুট উঁচু মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। মানুষজন এই নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত। রামায়ণ ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি এই ভালোবাসা এখন বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে।

- **ভোকাল ফর লোকাল :** স্বদেশীর ভাবনা কখনও ভুলবেন না। যে উপহার দেবেন তা যেন ভারতে তৈরি হয়, পোশাক যেন ভারতে বোনা হয়, সাজসজ্জা যেন ভারতীয় পণ্য দিয়ে হয়, আলোকসজ্জা যেন ভারতের সামগ্রী দিয়ে হয়। জীবনের প্রতিটি প্রয়োজন স্বদেশী পণ্য দিয়ে মেটাতে হবে। গর্বের সঙ্গে বলবেন – “এটা স্বদেশী”। একটাই মন্ত্র ‘ভোকাল ফর লোকাল’, একটাই পথ ‘আত্মনির্ভর ভারত’, একটাই লক্ষ্য ‘বিকশিত ভারত’, এই অনুভব নিয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।

‘মন কি বাত’ শোনার জন্য
কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

ষষ্ঠ খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা | সেপ্টেম্বর ১৬-৩০, ২০২৫

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহা নির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

উপদেষ্টা সম্পাদক
বিভোর শর্মা

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধুরি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

মুখ্য ডিজাইনার
শ্যাম তিওয়ারি

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুল চাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্তা
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

আয়ুষ্মান ভারতের ৭ বছর

সুস্থ ভারত

বিকশিত ভারতের ভাবনাকে মজবুত করে তুলতে

বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প-আয়ুষ্মান ভারত, যার সূচনা হয়েছিল ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮, তা এখন ৭ বছর পূর্ণ করছে। এই উপলক্ষ্যে, আসুন, জেনে নিই, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে বিকশিত ভারতের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তিতে পরিণত করতে কেন্দ্রীয় সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে... | ১০-২৭

সংসদ: বাদল অধিবেশন ২০২৫

বাদল অধিবেশন হয়ে উঠলো জাতীয় গৌরব ও বিজয় উদযাপনের প্রতীক

সংসদের উভয় সভায় মোট ১৫টি বিল পাশ হয়েছে... | ৬-৭

প্রধানমন্ত্রীর গয়াজি সফর

উন্নয়ন এবং বিহারের শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গম

১২ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উপহার পেলো বিহার | ২৮-৩০

সংক্ষিপ্ত সংবাদ | ৪-৫

পথ বিক্রেতাদের স্বপ্নে শক্তি সঞ্চার, ২০৩০ সাল পর্যন্ত পিএম স্বনিধির মেয়াদ বৃদ্ধি
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের অনুমোদন | ৮-৯

আত্মনির্ভর ভারত অভিযানে গতি সঞ্চার করছে গুজরাট
প্রধানমন্ত্রীর দু’দিনের সফরে ৫,৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প উপহার | ৩১-৩৩

কলকাতার উন্নয়নে নতুন গতি আনছে মেট্রো
৫,২০০ কোটি টাকার উন্নয়ন উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী | ৩৪-৩৫

উন্নত রাষ্ট্রের ভিত্তি হল আত্মনির্ভর ভারত
ইটি ওয়ার্ল্ড লিডার্স ফোরামে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণ | ৩৬-৩৭

ভারতে জলপথ পর্যটনের নতুন ভোর
জলপথ ব্যবহারকে উৎসাহ দিয়ে ক্রুজ ভারত মিশনের সফল ১ বছর | ৩৮-৩৯

দারিদ্র্যের মোকাবিলায় বঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন
প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার একাদশ বর্ষপূর্তিতে বিশেষ প্রতিবেদন | ৪০-৪১

প্রধান পরমাণু জ্বালানি শক্তি হিসেবে ভারতের উদয়
গত ১১ বছরে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ পরমাণু জ্বালানি ক্ষেত্রের চালচিত্র বদলে দিয়েছে | ৪২-৪৫

ভোলা পাসওয়ান শাস্ত্রী: বিহারের রাজনীতিতে উৎকর্ষের আদর্শ
রাজ্যের প্রথম দলিত মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ | ৪৮

সংসদ হল গণতন্ত্রের চালিকাশক্তি

সেন্ট্রাল অ্যাসেমব্লি-র প্রথম নির্বাচিত ভারতীয় অধ্যক্ষ হিসেবে বিট্টলভাই প্যাটেলের | ৪৬-৪৭

Published & Printed by : Kanchan Prasad, Director General, on behalf of Central Bureau of Communication
Printed at : Chandu Press, 469, Patparganj Industrial Estate, Delhi 110 092.
Communication Address : Room No-1077, Soochna Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003.
E-Mail : response-nis@pib.gov.in, RNI No. : DELBEN/2020/78825

সম্পাদকের দপ্তর থেকে...

চিকিৎসা পরিষেবাকে প্রতিটি ভারতীয়ের নাগালের মধ্যে আনা

নমস্কার,

মহান সংস্কৃত কবি কালিদাস রচিত কুমারসম্ভবে লেখা আছে - "**শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।**" অর্থাৎ, দেহ হল সমস্ত কর্ম ও কর্তব্য পালনের প্রথম মাধ্যম। নাগরিকরা সুস্থ থাকলে তবেই কোন জাতি শক্তিশালী ও সক্ষম হয়। এই চিন্তাভাবনা আজ ভারতের স্বাস্থ্য বিপ্লবের ভিত্তি হয়ে উঠেছে। ভারতে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। এক্ষেত্রে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আজ, দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা গ্রহণ করছেন, যেখানে আগে চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে গিয়ে কোটি কোটি পরিবার প্রতি বছর দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যেত, জমি-জমা বিক্রি করতে হত। কিন্তু এখন আয়ুষ্মান ভারতের মতো প্রকল্প দরিদ্র-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির বুকে বল-ভরসা জুগিয়েছে,তাদের আত্মবিশ্বাস দিয়েছে।

এছাড়া, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং জেলা স্তর পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, মেডিকেল কলেজগুলির সম্প্রসারণ এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, টিকাদান, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার উপর জোর দেওয়া, স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে যে নতুন এক দিশা দিচ্ছে তাই নয়, একইসঙ্গে বিকশিত ভারতে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করছে। এই ২৩ সেপ্টেম্বর আয়ুষ্মান ভারত যোজনার সাত বছর পূর্ণ হয়েছে।

এবং এই প্রেক্ষাপটে, আমাদের এই সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী হয়ে উঠেছে ভারতের স্বাস্থ্য বিপ্লব।

ব্যক্তিত্ব বিভাগে, বিহারের প্রথম দলিত মুখ্যমন্ত্রী, ভোলা পাসওয়ান শাস্ত্রী সম্পর্কে পড়ুন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সরকারের অগ্রণী প্রকল্প ক্রুজ ভারত মিশনের এক বছর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে সম্পন্ন কাজের বিবরণ, এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচি।

এর পাশাপাশি, বিশেষ বিষয়বস্তু হিসাবে রয়েছে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রথম নির্বাচিত ভারতীয় অধ্যক্ষ বিঠলভাই প্যাটেলের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দিল্লি বিধানসভায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিবরণ। রয়েছে, পরমাণু জ্বালানী ক্ষেত্রে ভারতের এক প্রধান শক্তি হয়ে ওঠার লক্ষ্য নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন। মন কি বাত, পত্রিকার ভিতরের পৃষ্ঠায় এবং ভোজ্যতেলের ব্যবহার ১০% কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বান, পিছনের প্রচ্ছদে রয়েছে।

আমাদের আপনার মতামত পাঠাতে থাকুন।

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং অন্যান্য ১১টি ভাষায় প্রকাশিত ম্যাগাজিনটি পড়ুন/ডাউনলোড করুন।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

মেল বক্স

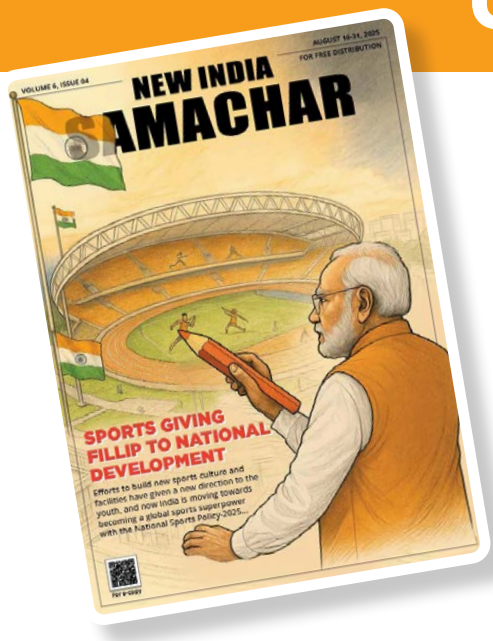

সরকারি প্রকল্পগুলি সম্বন্ধে জানতে এবং বুঝতে সঠিক পত্রিকা

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকায় সরকারি প্রকল্পগুলি জানা এবং বোঝার জন্য সঠিক তথ্য রয়েছে। এখানে দেওয়া পরিসংখ্যান এবং খবর একেবারে সঠিক তথ্য প্রদান করে। আমার পরামর্শ হল, এই পত্রিকায় পাঠকদের ভাবনা-চিন্তা এবং পরামর্শ আরও বেশী করে থাকা উচিত।

profgvramana@gmail.com

তথ্যবহুল বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে তরুণদের জন্য সহায়ক

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। আমার মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা যুবসমাজকে তথ্যবহুল বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হতে সাহায্য করছে। এই পত্রিকার মাধ্যমে আমরা দেশের উন্নয়নের এক নতুন যাত্রা প্রত্যক্ষ করতে পারছি। আপনাদের প্রতিটি সংখ্যা আমাদের সচেতনতার জন্য খুবই কার্যকর।

yshrivastava2008@gmail.com

শিক্ষার্থীদের জন্য উপকারী, আমি অবশ্যই পত্রিকাটি পড়ি

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিটি লেখা আমি অবশ্যই পড়ি। এই পত্রিকা আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে আসে। এই পত্রিকাটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপকারী। এই পত্রিকায়, আমি জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের উন্নয়নের জন্য করা কাজ সম্পর্কে পড়তে পেরেছি। ৩৭০ ধারা বাতিলের পর, আমি জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের রাস্তাঘাট, সেচ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পর্যটনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য পেয়েছি।

prasadpagadala631@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা

জ্ঞান এবং আত্ম-বিকাশের জন্য পড়া আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমি যেকোনো সরকারি পত্রিকা এবং সরকারি সংবাদপত্র, যেমন রোজগার সমাচার, নিয়মিত পড়তে পছন্দ করি। নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা সরকারি প্রকল্প এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর তথ্য প্রদান করে। নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য ব্যাপক এবং বিস্তারিত। আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার প্রতি কৃতজ্ঞ।

maheshwarisocietyms@gmail.com

ছাত্র, বয়স্ক এবং জ্ঞানপিপাসুদের জন্য উপযোগী

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা ছাত্র-ছাত্রী, বয়স্ক এবং জ্ঞানপ্রেমীদের জন্য ব্যাপক, তথ্যবহুল বিষয়বস্তু সরবরাহের ক্ষেত্রে চিত্তাকর্ষক কাজ করছে। এটি দেশের জন্য একটি চমৎকার কাজ। একজন ছাত্র হিসেবে, আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাকে খুব ভালোবাসি।

rahulsuthar2580@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: কক্ষ নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি -১১০০০৩।
ই-মেইল: response-nis@pib.gov.in

আকাশবাণী সমাচার Akashvani

প্রতি শনি-রবিবার বিকেল ৩:১০ থেকে ৩:২৫ পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া রেডিও এফএম গোল্ডে নিউ ইন্ডিয়া সমাচার শুনতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

সংক্ষিপ্ত খবর

প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনায় নথিভুক্তি

৩.৫ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে:
সরকার উৎসাহভাতা প্রদান করবে

লালকেল্লার প্রাকার থেকে হোক বা সাধারণ বাজেট যখনই কোনও ঘোষণা করা হয়, তখন তা বাস্তবায়িত হতে দেখেছে দেশ। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসংস্কৃতি পরিবর্তনের ফলেই এটি সম্ভব হচ্ছে। দেশের যুবসম্প্রদায়কে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী ১৫ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনায় নথিভুক্তিকরণের কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার তৃতিয় দিনে ১৮ অগাস্ট এজন্য পোর্টাল চালু হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ৩.৫ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর জন্য সরকার উৎসাহভাতা প্রদান করবে। এই প্রকল্পের মূল্য লক্ষ্য হ'ল - কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। বৃহৎ সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। সরকার চাকরি প্রার্থীদের কেবলমাত্র নয়, যাঁরা চাকরি দেবেন, তাঁদেরও আর্থিকভাবে উৎসাহ দেবে। ২০২৫ সালের পয়লা অগাস্ট থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৭ পর্যন্ত যাঁরা নাম নথিভুক্তি করবেন, তাঁরাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। (https://pmvbry.epfindia.gov.in or https://pmvbry.labour.gov.in). এই পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। এই প্রকল্পে যাঁরা নতুন চাকরি পাবেন, তাঁদের দুটি কিস্তিতে ১৫ হাজার টাকা উৎসাহভাতা দেওয়া হবে। অন্যদিকে, যাঁরা চাকরি দেবেন, তাঁদের প্রত্যেক নতুন কর্মী হিসেবে প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত উৎসাহভাতা দেওয়া হবে।

শিক্ষকদের সংখ্যা ১ কোটি পেরিয়েছে, স্কুল ছুটের হার কমেছে

শিক্ষকের সংখ্যা এবং শিক্ষক ও পড়ুয়ার মধ্যে হার বাড়িয়ে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্যোগটি বিশেষ লাভজনক হয়েছে। শিক্ষকের সংখ্যা ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবারের মতো ১ কোটি পেরিয়েছে। ২০২২-২৩ এর তুলনায় যা প্রায় ৭ শতাংশ বেশি। শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউডিআইএসই প্লাস চালু হওয়ার পর থেকে প্রথম এই সংখ্যা ১ কোটি ছাড়াল। এরফলে, পড়ুয়া ও শিক্ষকের হার প্রাথমিক স্তরে দাঁড়িয়েছে ১০, প্রস্তুতি স্তরে ১৩ উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ১৭ এবং মাধ্যমিক স্তরে ২১। নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি'তে সুপারিশ করা হার ১ : ৩০ থেকে অনেকটাই ভালো। স্কুলছুটের হারও প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিগত দু'বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই হার ৩.৭ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ২.৩। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ৫.২ শতাংশ থেকে ৩.৫ এবং মাধ্যমিক স্তরে ১০.৯ শতাংশ থেকে ৮.২ শতাংশ।

মহিলাদের
কর্মসংস্থান

হার ৭ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে

মহিলাদের কর্মসংস্থান কেবল নয়, মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে দেশ গত ১১ বছরে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। বিকশিত ভারত – এর সংকল্প যাত্রায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশের কর্মগোষ্ঠীতে মহিলাদের ৭০ শতাংশ অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত করার একটি লক্ষ্য স্থির করেছেন। বর্তমানে অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে মহিলাদের কর্মসংস্থানের হার দ্বিগুণ হয়েছে। শ্রম মন্ত্রকের কর্মী গোষ্ঠীর সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে মহিলাদের কর্মসংস্থানের হার ছিল ২২ শতাংশ, ২০২৩-২৪ এ তা বেড়ে হয়েছে ৪০.৩ শতাংশ। এই হার ৭ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৬ শতাংশ শহর এলাকায় এই হার ৪৩ শতাংশ। মহিলা স্নাতকদের কর্মসংস্থানের ক্ষমতা ২০১৩'র ৪২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৪ – এর ৪৭.৫৩ শতাংশ হয়েছে। স্নাতকোত্তর স্তরে মহিলাদের কর্মসংস্থানের হার ২০১৭-১৮ সালে ৩৪.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ এ ৪০ শতাংশ হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৫টি মন্ত্রকের ৭০টি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা উদ্যোগপতিদের সংখ্যা অত্যন্ত সদর্থক। মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বরোজগারের হার ২০১৭-১৮ সালে ছিল ৫১.৯ শতাংশ, ২০২৩-২৪ এ তা বেড়ে হয়েছে ৬৭.৪ শতাংশ।

মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

গ্রামীণ
৯৬%

শহরাঞ্চলে
৪৩%

মহিলা স্নাতকদের কর্মসংস্থানের ক্ষমতা ২০১৩'র ৪২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৪ – এর ৪৭.৫৩ শতাংশ হয়েছে।

এখন পড়ুয়াদের আধার বিদ্যালয়েই আপডেট হবে

বর্তমানে পড়ুয়াদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির সুবিধার্থে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই) এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশে ৫-১৫ বছর বয়সী ১৭ কোটি শিশু রয়েছে, যাদের আধার বায়োমেট্রিক আপডেটের কাজ এখনও হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ইউআইডিএআই বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতায় এক পদক্ষেপ নিয়েছে। শিশুদের আধার আপডেট – এর বাধা দূর করতে এখন থেকে বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট ইউডিআইএসই+ অ্যাপ্লিকেশনে উপলব্ধ হবে। এরফলে, কোটি কোটি পড়ুয়ার বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট করতে সুবিধা হবে। বিদ্যালয়গুলিতেও এই আপডেট – এর জন্য শিবিরের আয়োজন করা হবে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা এনইইটি, জেইই এবং সিইউইটি-র মতো বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পরীক্ষা দিতে পড়ুয়াদের আর অসুবিধা হবে না।

আদি কর্মযোগী অভিযানের আওতায় আদিবাসী এলাকার নতুন জীবন

ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায় দেশের নাগরিক উন্নয়নে নীরবে নিজের ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাঁরা বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করছে। বিগত ১১ বছরে নীতিগত উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু আদিবাসী এলাকায় এখনও বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত – এর লক্ষ্য অর্জন করতে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের জন্য মিশন মোড – এ কাজ শুরু করেছে। এই লক্ষ্যে আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রক আদি কর্মযোগী অভিযানের সূচনা করেছে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম আদিবাসী-ভিত্তিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। ২০ লক্ষ প্রশিক্ষিত ক্যাডার প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে। ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১ লক্ষেরও বেশি আদিবাসী-ভিত্তিক গ্রামে ১০.৫ কোটি আদিবাসী নাগরিকের জীবন উন্নত করতে তাঁরা সহায়ক হবেন। এই প্রচারাভিযানের আওতায় রাজ্য, জেলা এবং ব্লক স্তরে বিশেষ প্রশিক্ষক তৈরি করা হচ্ছে। এই প্রশিক্ষকরা পিএম জনমন, ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান এবং জাতীয় সিকল সেল রক্তাল্পতা দূরীকরণ মিশনের মতো উদ্যোগগুলির বাস্তবায়নে এবং এইসব এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করবেন।

অপারেশন সিঁদুর ও মহাকাশে ভারতের সাফল্য নিয়ে আলোচনা

বর্ষাকালীন অধিবেশন দেশের গৌরব এবং বিজয় উদযাপনের অংশ

আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে প্রথমবার ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলনকারী শুভাংশু শুক্লার সফর এবং অপারেশন সিঁদুর – এর সাফল্য সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনকে দেশের জন্য বিজয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন ২১ জুলাই শুরু হয় এবং ২১ অগাস্ট শেষ হয়। এই অধিবেশনে লোকসভায় ১৪টি বিল পেশ করা হয়। এর মধ্যে ১২টি পাশ হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যসভায় ১৫টি বিল পাশ হয়েছে। সংসদের উভয় সভাতে এবারে পাশ হওয়া মোট বিলের সংখ্যা ১৫।

গণতন্ত্রের সর্ববৃহৎ মন্দির হ'ল সংসদ। প্রতি বছর এখানে তিনটি অধিবেশন বসে, সেগুলি হ'ল – বাজেট, বর্ষাকালীন ও শীতকালীন। কিন্তু, এবার একমাসব্যাপী সংসদে বর্ষাকালীন অধিবেশন দেশের গর্বের প্রতীক হয়ে ওঠে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাফল্য, ভারতের নতুন প্রতিরক্ষা নীতি এবং ভারতের আত্মনির্ভরতা – সবকিছুই সংসদকে গৌরবান্বিত করে। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের সাহসিকতা ও শক্তির অপারেশন সিঁদুর – এর সাফল্য নিয়ে এবং আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে প্রথম ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলনকারী শুভাংশু শুক্লার নিরাপদে ফিরে আসা ভারতের স্বর্ণ যুগের ছবি তুলে ধরে।

নতুন ভারত – এর এই বিজয়োৎসব সংসদের উভয় কক্ষেই উদযাপিত হয়। সমগ্র বিশ্ব ভারতের সেনাবাহিনীর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছে। অপারেশন সিঁদুর – এর সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী মাত্র ২২ মিনিটে জঙ্গীদের ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়ার ১০০ শতাংশ লক্ষ্য পূরণ করে। এই অভিযানে সমগ্র বিশ্ব প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের আত্মনির্ভরতা প্রত্যক্ষ করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজে লোকসভায় বিশেষ আলোচনায় অংশ নেন। তিনি বলেন, "আমি বর্তমান ভারতের পাশে রয়েছি"।

বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও, সাফল্যের পাশাপাশি বিভিন্ন নীতির প্রতিধ্বনি শোনা যায়

অষ্টাদশ লোকসভার পঞ্চম অধিবেশন

'অপারেশন সিঁদুর' এবং মহাকাশে ভারতের সাফল্য নিয়ে সভায় বিশেষ আলোচনা হয়।

- রাজ্যসভায় সর্বমোট ১৫টি বিল পাশ হয়েছে। সংসদের উভয় সভায় ১৫টি বিল পাশ হয়েছে।
- লোকসভায় ১৪টি বিল পেশ করা হয়েছিল, ১২টি বিল পাশ হয়েছে।
- সভায় কেবলমাত্র ৩৭ ঘন্টা কাজ হয়েছে, যেখানে মোট বরাদ্দ সময় ছিল ১২০ ঘন্টা।
- বাধাবিঘ্নের ফলে লোকসভায় ৪১৯টি প্রশ্নের মধ্যে কেবলমাত্র ৫৫টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নেরই মৌখিকভাবে জবাব দেওয়া সম্ভব হয়।

লোকসভায় যখন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন...

বিতর্ক – এবং আরও বিতর্ক,
শত্রুরা ভয়ে কাঁপছে,
মনে কেবল একটি চিন্তাই রাখুন –
সিঁদুরের সম্মান এবং ভারতীয় সেনার গৌরব প্রশ্নাতীত।
ভারতমাতার উপর যদি কোনও আক্রমণ হয়, কড়া জবাব অবশ্যই দেওয়া হবে, শত্রুরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, আমাদের কেবলমাত্র ভারতের জন্যই বাঁচতে হবে

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা যখন বলেন...

সভায় আজ আমরা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ভারতের প্রথম নভঃচারীর বিষয়ে এবং '২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত' – এর জন্য মহাকাশ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করছি। সভা আন্তরিকভাবে বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লাকে এই ঐতিহাসিক যাত্রা উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানায়। তাঁর মহাকাশ সফর ও সফলভাবে প্রত্যাবর্তন কেবলমাত্র একটি অভিযানের সাফল্য নয়, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর গর্ব ও অনুপ্রেরণার উৎস। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লার সাফল্য আমাদের তরুণদের জন্য বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগায়। আজ ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি নিজের বিশেষ পরিচয় গড়ে তুলেছে এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে নিজেদের বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছে।

তাঁর বক্তব্যে প্রতিশ্রুতি ও আত্মপ্রত্যয় ফুটে ওঠে। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর চিন্তাভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর বক্তব্যে। শুধু তাই নয়, শুভাংশু শুক্লার ফিরে আসা ভারতের নতুন মহাকাশ বিষয়ক আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের সাফল্য উদযাপন করা হয়।

বর্ষাকালীন অধিবেশনে শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ, ১২০ ঘন্টার মধ্যে লোকসভায় কেবলমাত্র ৩৭ ঘন্টা আলোচনা হয়েছে এবং রাজ্যসভায় ৪১ ঘন্টা ১৫ মিনিট আলোচনা হয়েছে। ভারতের প্রথম নভঃচারীর আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে সফর নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে মহাকাশ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয় ১৮ অগাস্ট। কিন্তু, সভায় অচলাবস্থার জন্য আলোচনা সম্পূর্ণ হয়নি। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা অধিবেশনের শেষ দিনে সভার অচলাবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনগণের প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনগণের চাহিদা পূরণে সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বিল নিয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়া উচিৎ।

বর্ষাকালীন অধিবেশন প্রশ্নাতীতভাবে বিজয় উদযাপনের প্রতীক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, অপারেশন সিঁদুর এবং মহাকাশে ভারতের ব্যাপক সাফল্য উদযাপন করা হয়। দেশের উন্নয়ন যাত্রায় ও নাগরিকদের ক্ষমতায়নের জন্য কয়েকটি বিল পেশ করা হয়। কয়েকটি বিল পাশও হয়। কিছু বিল সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে।

সভায় যদিও অন্য বিষয়ে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি হয়, লোকসভার অধ্যক্ষ তাঁর বার্তায় বলেন, গণতন্ত্রের সহমত ও বিরোধিতা স্বাভাবিক। কিন্তু দেশ আশা করে যে, সকলের সমন্বিত প্রয়াসে সভা নিজের গরিমা বজায় রেখে কাজ করবে। দেশের নাগরিকদের কাছে সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান থেকে কী বার্তা যাচ্ছে, সে বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও সাংসদদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিৎ। ●

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

রাস্তার হকারদের স্বপ্ন পূরণে সহায়তা

পিএম স্বনিধি ২০৩০ সাল পর্যন্ত

কোভিড ১৯ – এর আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের সময়ে ১ কোটিরও বেশি রাস্তার হকারদের জীবিকা নির্বাহের জন্য জীবনরেখা হয়ে ওঠে পিএম স্বনিধি প্রকল্প এবং এটি স্বরোজগারকে নতুন পথদিশা দেখায়। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের সাফল্য দেখে ২০৩০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পের সময়সীমা বাড়ায়। এই উদ্যোগ রাস্তার হকারদের কেবলমাত্র আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, তা নয় – তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও মানসিক জোর বাড়াতেও বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে...

সিদ্ধান্ত: প্রধানমন্ত্রী রাস্তার হকারদের আত্মনির্ভর নিধি (পিএম স্বনিধি) প্রকল্প পুনর্গঠিত হয়েছে এবং ৩১ মার্চ ২০৩০ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে

প্রভাব: এই প্রকল্পে মোট ব্যয় ৭,৩৩২ কোটি টাকা ১.১৫ কোটি সুবিধাপ্রাপকের সুবিধার লক্ষ্যে এই প্রকল্প পুনর্গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ৫০ লক্ষ নতুন সুবিধাপ্রাপক। রাস্তার হকারদের জীবনযাপনে এটি সহায়ক হবে।

- এই প্রকল্প রাস্তার হকারদের ডিজিটালভাবে সক্ষম, সামাজিকভাবে নিরাপদ ও বাণিজ্যিকভাবে আত্মনির্ভর করে তুলছে।
- পুনর্গঠিত এই প্রকল্পের মূল বিষয়গুলির মধ্যে বর্তমানে প্রতি কিস্তিতে প্রদেয় ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় কিস্তিতে ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় কিস্তিতে আগের মতোই ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হবে।
- ২০২৫ – এর ৩০ জুলাই পর্যন্ত ৬৮ লক্ষেরও বেশি রাস্তার হকারকে ১৩,৭৯৭ কোটি টাকারও বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে। ১৩,৭৯৭ কোটি টাকার ৯৬ লক্ষেরও বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে।
- ডিজিটালভাবে সক্রিয় ৪৭ লক্ষের কাছাকাছি সুবিধাপ্রাপক ৫৫৭ কোটি ডিজিটাল লেনদেন করেছেন, যার অর্থ মূল্য ৬.০৯ লক্ষ কোটি টাকা।

- ‘স্বনিধি থেকে সমৃদ্ধি’ উদ্যোগের আওতায় ৩,৫৬৪টি শহরাঞ্চলে ৪৬ লক্ষ সুবিধাপ্রাপকের প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: তিনটি প্রকল্পের মাল্টি-ট্র্যাকিং থেকে কর্ণাটক, তেলঙ্গনা, বিহার এবং আসামের সুবিধা হচ্ছে। গুজরাটে কচ্ছের দূরবর্তী অঞ্চলে নতুন রেল লাইন স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

প্রভাব: রেল মন্ত্রকের ১২,৩২৮ কোটি টাকার ৪টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মধ্যে প্রথমটি: দেশাল - পার – হাজিপীর – লুনা এবং ভায়োর – লাখপৎ নতুন রেল লাইন; দ্বিতীয়টি: সেকেন্দ্রাবাদ (সনৎনগর) – ওয়াদি; তৃতীয়টি: ভাগলপুর – জামালপুর এবং চতুর্থটি: ফুরকাটিং – নিউ তিনসুকিয়া ডবলিং।

- এই প্রকল্পগুলির লক্ষ্য হ’ল – যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সহজে ও দ্রুতগতিতে সম্পন্নর বিষয়টি নিশ্চিত করা। এই উদ্যোগ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে, ভ্রমণ সুগম করবে এবং ব্যয় সাশ্রয়ী হবে।
- এই সিদ্ধান্ত তেল আমদানী নির্ভরতা কমাবে এবং কার্বনডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাস করবে।
- এই প্রকল্প সরাসরি ২.৫১ কোটি শ্রম দিবস সৃষ্টি করবে।
- এই ৪টি প্রকল্প গুজরাট, কর্ণাটক, তেলঙ্গনা, বিহার এবং আসামের ১৩টি জেলার মধ্য দিয়ে যাবে এবং ভারতীয় রেলওয়ে’তে আরও ৫৬৫ কিমি রেল নেটওয়ার্ক যুক্ত করবে।

সিদ্ধান্ত: ওড়িশায় ৮,৩০৭.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে হাইব্রিড অ্যানুইটি মোড – এ ১১০.৮৭৫ কিমি ভুবনেশ্বর বাইপাসে ৬ লেনের রাস্তা নির্মাণে অনুমোদন

প্রভাব: এই প্রকল্প ওড়িশা ও পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যগুলির জন্য বিশেষভাবে উপকারি হবে। কটক, ভুবনেশ্বর এবং খুরদা থেকে ভারী বাণিজ্যিক যানবাহন চলাচল বিকল্প পথে করা সম্ভব হবে।

- এর ফলে, পণ্য পরিবহণ ক্ষমতা বাড়বে, ব্যয় সাশ্রয় হবে এবং এই অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন উজ্জীবিত হবে। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাইপাসটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- এটি প্রধান ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা মজবুত করবে। বাণিজ্যিক ও শিল্পোন্নয়নে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করবে।

সিদ্ধান্ত: কমনওয়েলথ গেমস্ ২০৩০ – এর জন্য প্রস্তাবিত মূল্য পেশে অনুমোদন

সিদ্ধান্ত: রাজস্থানের কোটা – বুন্দিতে আনুমানিক ১,৫০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণে অনুমোদন।

প্রভাব: কোটা একটি শিল্প হাব এবং শিক্ষা কেন্দ্র। এখানে দীর্ঘদিন ধরে আধুনিক বিমানবন্দরের চাহিদা রয়েছে।

- বর্তমান বিমানবন্দরটি ছোট। এর আধুনিকীকরণ হয়েছে, বর্তমানে একটি নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর গড়ে তোলা হবে।
- এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্প। এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান যানবাহনের বিষয়টি লক্ষ্য রেখে তা তৈরি করা হচ্ছে এবং দু’বছরের মধ্যে এর কাজ সম্পন্ন হবে।
- এই প্রকল্পে ২০ হাজার বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে একটি টার্মিনাল ভবন নির্মাণ করা হবে। এটি ব্যস্ত সময়ে ১ হাজার যাত্রীকে পরিষেবা দিতে সক্ষম হবে। প্রতি বছর এর যাত্রী ধারণ ক্ষমতা হবে ২০ লক্ষ।

প্রভাব: কমনওয়েলথ গেমস্ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ উপকারি হবে এবং রাজস্ব বৃদ্ধি করবে। এটি কর্মসংস্থানে সুযোগ বৃদ্ধি করবে ও লক্ষ লক্ষ তরুণ ভারতীয় অ্যাথলিট’কে সুযোগ ও উৎসাহ প্রদান করবে।

- বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো সহ আহমেদাবাদ’কে আয়োজক শহর হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে।
- এই কমনওয়েলথ গেমস্ - এ ৭২টি দেশ অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- এই গেমস্ - এর আয়োজন করলে পর্যটন, বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক খেলাধূলায় ভারতের স্থান মজবুত হবে। ●

মন্ত্রিসভার প্রেস বিবৃতি দেখতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

আয়ুষ্মান ভারত-এর ৭ বছর

সুস্থ ভারত

বিকশিত ভারতের ভাবনাকে শক্তিশালী করছে

বিকশিত ভারত ২০৪৭ অঙ্গীকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হ'ল, সুস্থ ভারত। ভারতের সুস্থতা, আগামী প্রজন্মের সুস্থতার পাশাপাশি, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সকলের জন্য সহজলভ্য করে তোলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মানুষ যখন আধুনিক হাসপাতাল এবং আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পাবেন, তখন তাঁরা স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠবেন, সঠিক পথে তাঁদের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারবেন এবং উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। এই ভাবনাকে সামনে রেখে গত ১১ বছরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এমন আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম মানুষের আকাঙ্ক্ষাও বাস্তবায়িত হয়। কারণ, নতুন ভারতের স্বাস্থ্য সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি-ই হ'ল মূল মন্ত্র। অমৃতকালে স্বাস্থ্যকর ভারত, সুসংবদ্ধ ভারত, সুসংবদ্ধ ভারত থেকে শক্তিশালী ভারত এবং শক্তিশালী ভারত থেকে একটি সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিপ্লব একটি অমূল্য মাইলফলক হয়ে উঠেছে...

'আপনার স্বাস্থ্য, আমাদের অঙ্গীকার' – এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৮'র ২৩ সেপ্টেম্বর চালু হওয়া বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত ৭ বছর পূর্ণ করছে। এই উপলক্ষ্যে আসুন, আমরা জেনে নিই, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ বিকশিত ভারতের এক শক্তিশালী চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে...

₹5 लाख का
मुफ़्त उपचार
नाम/NAME
ADITI YADAV
जन्म वर्ष/YOB: 2014
लिंग/GENDER: FEMALE
ABHA Number : 91-2505-0481-8775

আয়ুষ্মান ভারত...

জন আরোগ্যের রক্ষাকবচ

ভারত বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প চালু করেছে, এর জন্য আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (এবি-পিএমজেএওয়াই)-র ধন্যবাদ প্রাপ্য। সর্বজনীন স্বাস্থ্য বিমার লক্ষ্যে এই প্রকল্প কাজ করে চলেছে। গোটা দেশের ৬০ কোটিরও বেশি মানুষ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা খরচে চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছেন, যা শুধুমাত্র একটি প্রকল্প নয়, এটি হ'ল, নতুন ভারতের আত্মবিশ্বাস। এটি একটি শক্তিশালী বার্তা দিচ্ছে: ব্যয়বহুল চিকিৎসার মাধ্যমে আর সর্বস্বান্ত হওয়া নয়, তাঁরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮'তে ঝাড়খন্ডের রাঁচি থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চালু করা বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প গরিব ও পিছিয়ে থাকা মানুষের উন্নত স্বাস্থ্য পরিচর্যার গ্যারান্টি হয়ে উঠেছে...

দিল্লিতে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকার টপ-আপের সুবিধা

৩৫ তম আয়ুষ্মান ভারত রূপায়ণকারী, এপ্রিল ২০২৫-এ প্রকল্প গ্রহণ দিল্লির

দিল্লির সুবিধাপ্রাপক পরিবার ৬.৫৪ লক্ষ

৩০ লক্ষ মানুষ

প্রবীণ নাগরিক ০৬ লক্ষ

- কেন্দ্রের ৫ লক্ষ টাকার বিমার সুবিধার সঙ্গে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকার টপ-আপের সিদ্ধান্ত দিল্লি সরকারের।

জম্মু ও কাশ্মীর আয়ুষ্মান ভারত-এর আওতায়

দেশের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর হ'ল একমাত্র রাজ্য, যেখানকার ১০০% মানুষ আয়ুষ্মান ভারত-এর সুবিধা পাচ্ছেন। ডিসেম্বর, ২০২০'তে এই প্রকল্প চালু করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রাথমিকভাবে, রাজ্যের ৬ লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছিলেন, কিন্তু এখন রাজ্যের ২১ লক্ষ পরিবারই প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

ওড়িশায় প্রতিটি পরিবারের মহিলাদের অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকার বিমার সুবিধা

৩৪ তম আয়ুষ্মান ভারত রূপায়ণকারী রাজ্য হ'ল ওড়িশা।

- গোপবন্ধু জন আরোগ্য যোজনার সঙ্গে মিলিতভাবে ওড়িশায় এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে।

- এই প্রকল্পে প্রতিটি পরিবার বছরে ৫ লক্ষ টাকার বিমা কভারেজ পাবে, সেইসঙ্গে পরিবারের মহিলারা অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা করে বিমার সুবিধা পাবেন।

১৯ বছরের পার্থ সাভালিয়া শৈশব থেকেই শ্লেষ্মাজনিত রোগে ভুগছিলেন, যা একজন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পথে তাঁর জীবনীশক্তি কমিয়ে দিচ্ছিল। আহমেদাবাদের একটি সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষার পর জানা যায় যে, তাঁর নাকের হাড় বাঁকা (সেপ্টাম) ছিল। এর চিকিৎসার (সেপ্টোপ্লাস্টি) জন্য প্রয়োজন ছিল ১৫ হাজার টাকা। তাঁর পরিবারের পক্ষে এই খরচ অনেক ব্যয়সাধ্য। তাঁর বাবা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সহায়তা নেন। এই প্রকল্পে তাঁর সম্পূর্ণ খরচ মেটানো হয়। এতে তাঁর পরিবারের এক মাসের খরচের সাশ্রয় ঘটে এবং পার্থ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আবার স্কুলে যেতে

এখন থেকে চিকিৎসার জন্য পকেটে বিপুল খরচের বোঝা চাপবে না; আয়ুষ্মান ভারত পরিবারগুলিকে জীবনভর শান্তি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান করেছে।

আয়ুষ্মান ভারত...

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

৯.৪২+ কোটি রোগী এই প্রকল্পে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন

৪.২৯+ কোটি

৪.১৬+ কোটি

৩২,৯১২ টি হাসপাতাল তালিকাভুক্ত

১৭,৬৬৬টি সরকারি | **১৫,২৪৬টি** বেসরকারি হাসপাতাল

- আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণীর ৪০% মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি বাবদ চিকিৎসার জন্য বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার সুবিধা প্রদান করা হয়। এর ভিত্তি হ'ল, আর্থ-সামাজিক জাত গণনা-২০১১।
- নিজস্ব এসইসিসি বহির্ভূত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি নিজেদের মতো করে সুবিধাপ্রাপকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।
- ৯.৪২ কোটিরও বেশি রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর জন্য খরচ হয়েছে ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকা।
- এই প্রকল্পের ২৭টি বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে ১, ৯৬০ রকমের চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি এবং উপযুক্ততা যাচাই অনেক সহজ হয়েছে

আপনি যদি আয়ুষ্মান ভারত-এর সুবিধাপ্রাপক হন এবং আয়ুষ্মান কার্ড পেতে চান, তবে আপনার নিকটবর্তী ইউটিআইআইটিএসএল সেন্টারে গিয়ে আপনার কার্ড করাতে পারেন। আপনি এই প্রকল্পের উপযুক্ত কিনা, সে সম্পর্কেও তথ্য পেতে ইউটিআইআইটিএসএল সেন্টারে যেতে পারেন।

14555
এই নম্বরে ফোন করে আপনি উপযুক্ত কিনা, জানুন।

1800110770
এই নম্বরে মিসকল দিন। ৭০ – এর বেশি বয়সীরা কিভাবে আয়ুষ্মান বয়োঃবন্দনা কার্ড পাবেন, সে সম্পর্কে তথ্য পাবেন।

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
Ayushman Bharat
PM-JAY

শুরু করে। "লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আমি হলাম একজন, যে আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় উপকৃত হয়েছে। আমার কিডনিতে সমস্যা ছিল এবং বিহারের পাটনায় এই প্রকল্পে চিকিৎসা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছেন। এটি অত্যন্ত উপকারী এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রকল্প।" কোনও খরচ ছাড়াই সহজে স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা এবং চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে এই তৃপ্তিদায়ক অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন বিহারের জ্ঞানেন্দ্র কুমার গুপ্তা, আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় নিখরচায় যাঁর কিডনির রোগের চিকিৎসা হয়েছিল।

আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির

বাড়ির কাছাকাছি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় বিপুলসংখ্যক আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির গড়ে তোলা হচ্ছে। ১৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত দেশে ১৭৮,১৫৪টি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির চালু করা হয়েছে। উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাকে মজবুত করা হচ্ছে। সংক্রামক, অসংক্রামক রোগ এবং প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবা সহ মোট ১২ ধরনের রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

...অন্যথায়, বিমাহীন পরিবারকে তাদের পকেট থেকে বাড়তি টাকা খরচ করতে হত

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (এনএসএসও)-র ৭১তম সমীক্ষা অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলের ৮৫.৯% এবং শহরাঞ্চলের ৮২% পরিবারে স্বাস্থ্যবিমা নেই। ভারতের জনসংখ্যার ১৭%-এর বেশি মানুষ তাঁদের পারিবারিক বাজেটের অন্তত ১০% স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যয় করে থাকেন। স্বাস্থ্য পরিষেবায় অত্যধিক ব্যয় পরিবারগুলিকে দেনার পথে ঠেলে দেয়। গ্রামীণ ভারতের জনসংখ্যার ২৪%-এর বেশি এবং শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার ১৮% মানুষ কিছু বিশেষ ধরনের ঋণের মাধ্যমে তাঁদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা খাতে ব্যয় মিটিয়ে থাকেন। এখন প্রায় ৬০ কোটি মানুষকে এর আওতায় আনা হয়েছে, যার ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয়ের চিন্তা থেকে তাঁরা স্বস্তি পেয়েছেন।

চিকিৎসার পরে জ্ঞানেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে একটি চিঠি লেখেন এবং তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতার কথা জানান। এই রূপান্তরমূলক প্রকল্প জ্ঞানেন্দ্রর মতো লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার করেছে, যাঁরা প্রায় ১ দশক আগে চিকিৎসার খরচের বোঝা সামলাতে গিয়ে দারিদ্রসীমার নীচে চলে যেতেন। ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিখরচায় চিকিৎসার এই বৈপ্লবিক প্রকল্প দেশের ৬০ কোটির বেশি গরিব, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং প্রবীণ মানুষের

আয়ুষ্মান ভারত, সবকা জীবন কবচ, মহিলা, বয়স্ক মানুষ এবং শিশুদের জন্য সংবেদনশীল ও নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা হয়ে উঠেছে, যাতে সব বয়সী মানুষ এবং প্রতিটি পরিবার চিন্তামুক্ত থাকতে পারে

কাছে আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। দেশে আগে সর্বজনীন স্বাস্থ্য-পরিচর্যা শুধুমাত্র একটি শ্লোগান হিসেবেই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু এই প্রথম একটি সরকার ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা খরচে চিকিৎসার মাধ্যমে বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য-পরিচর্যার সুবিধা প্রদান করেছে। জ্ঞানেন্দ্র যখন প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর অনুভূতির কথা ব্যক্ত করছিলেন, তখন তিনি নাগরিকদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে থাকেন। দেশের নাগরিকদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাবনা কতটা সংবেদেনশীল, বিহারের পাটনার বাসিন্দা জ্ঞানেন্দ্রর কাছে তাঁর লেখা চিঠি থেকেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে জানতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে বিগত দিনগুলিতে কিডনির সফল চিকিৎসা সম্পর্কে চিঠিতে আপনি যে তথ্য ভাগ করে নিয়েছেন, তা আমাকে প্রভূত সন্তুষ্টি প্রদান করেছে।" তাঁর চিঠিতে জ্ঞানেন্দ্র লিখেছেন, "আপনার (প্রধানমন্ত্রী মোদী) সাহস এবং ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে দেশের মানুষ স্বস্তি এবং পরামর্শ পেতে থাকবেন।" এর প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রী মোদীও তাঁর অনুভূতিও প্রকাশ করার ব্যাপারে নিজেকে সংবরণ করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন, "আমরা দেখেছি, চিকিৎসা ব্যয়ের কারণে জীবনের সঞ্চয় শেষ হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় বিপুল খরচের কারণে চিকিৎসা করাতে মানুষ অনীহা দেখান। আজ আয়ুষ্মান ভারত যোজনা এটা নিশ্চিত করছে যে, কোনও ভারতীয় যেন চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন। উপযুক্ত চিকিৎসা পেয়ে একজন ব্যক্তি জীবনে কীভাবে নতুন আশা ও দিশা খুঁজে পান, তা এই প্রকল্প প্রমাণ করেছে।"

একজন সুস্থ ব্যক্তি তাঁর পরিবারের বোঝা নন এবং দেশ গড়ার প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। এই বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নীতি এবং প্রকল্পের মাধ্যমে গত ১১ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এক নতুন বিপ্লব আনতে উদ্যোগী হয়েছে। আজ দেশের প্রতিটি গরিব মানুষকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রচারাভিযান দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। এইজন্য স্বাস্থ্যশিক্ষায় উল্লেখযোগ্য সংস্কার করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দেশে ডাক্তারিতে আসন সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় দেশের প্রতিটি গ্রামে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। জন ঔষধি যোজনার মাধ্যমে গরিব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য সাধ্যের মধ্যে ওষুধেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের টিকা সম্পর্কে তথ্য জানতে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মও চালু করা হয়েছে। কোটি কোটি মানুষের একটি অনন্য ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিচিতি রয়েছে। টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে এখন কেউই আর ডাক্তারের সুবিধাগ্রহণ থেকে বেশি দূরে নন। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের কারণে উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি ঘটেছে।

"দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমরা একটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, একটি নতুন জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে কাজ করেছি। স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে আয়ুষ্মান ভারত এবং এখন আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন, এ ধরনের অনেক প্রয়াস এর অংশ হয়ে উঠেছে।"

নরেন্দ্র মোদী,
প্রধানমন্ত্রী

যখন স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগসুবিধার উন্নতি ঘটে, তখন ইতিবাচক ফলাফল মেলে

ডাক্তারি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বদলে গেছে

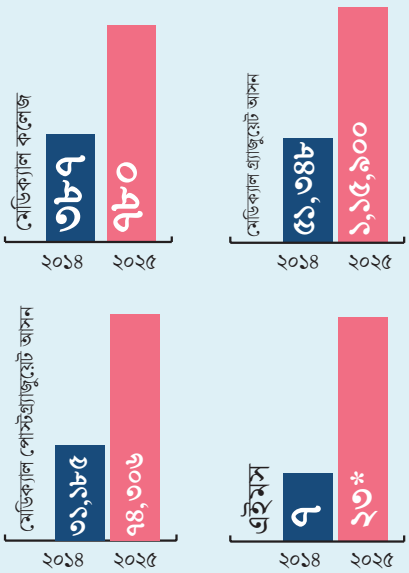

*এর মধ্যে ১৯টিতে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা শুরু হয়েছে

১৩,৮৬,১৫৭

অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক নথিভুক্ত, জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের তথ্য অনুযায়ী।

৮১১ মানুষের সেবায় ১ জন চিকিৎসক

১৫৭

মেডিক্যাল কলেজকে জেলা/রেফারেল হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে, এর মধ্যে ১৩১টিতে কাজ শুরু হয়েছে।

৭৫

প্রকল্প অনুমোদিত। প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় সুপার স্পেশালিটি ব্লক। এর মধ্যে ৭১টি প্রকল্প শেষ হয়েছে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি মানুষের অর্থের সাশ্রয় করেছে

গত এক দশকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। কল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসায় সাধারণ মানুষের খরচের বোঝা কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৩-১৪ থেকে ২০২১-২২-এ পরিস্থিতির বড় পরিবর্তন ঘটেছে। ২০১৩-১৪তে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারের অংশ ছিল ২৮.৬% এবং সাধারণ মানুষের অংশ ছিল ৬৪.২%। ২০২১-২২-এ চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ব্যয় ৩৯.৪%-এ নেমে এসেছে। একইসঙ্গে সরকারের ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৪৮ শতাংশ।

- আর্থিক সমীক্ষা ২০২৪-২৫-এ বলা হয়েছে, আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা পকেট থেকে বাড়তি খরচ কমাতে সাহায্য করেছে, ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি সাশ্রয় হয়েছে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চিকিৎসায় খরচের হারে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটেছে। সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের খরচও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ স্বাস্থ্য-সুস্থতা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এখন ব্লক স্তরে উন্নত হাসপাতাল ও আধুনিক ল্যাবের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষভাবে কাজ করা হচ্ছে। স্বাধীনতার পর ৬-৭ দশকে যা অর্জন করা যায়নি, তা গত ১১ বছরে করা হয়েছে। দেশে রেকর্ড সংখ্যক নতুন এইমস ও মেডিক্যাল কলেজ চালু করা হয়েছে। হাসপাতালের এই সংখ্যাবৃদ্ধি প্রমাণ করছে যে, একই গতিতে ডাক্তারিতে আসনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, যাতে একটি গরিব সন্তানের ডাক্তার হয়ে ওঠার স্বপ্ন সহজেই পূর্ণতা পাই। বাধ্য না হলে মধ্যবিত্ত পরিবারের কোনও সন্তানই বিদেশে ডাক্তারি পড়তে যান না। ডাক্তারিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারাভিযানের কাজ চলছে। গত ১১ বছরে এমবিবিএস এবং এমডি-তে ১ লক্ষের বেশি নতুন আসন তৈরি করা হয়েছে।

বস্তুতপক্ষে যে দেশে এক সময় স্বাস্থ্য পরিচর্যা

মাতৃত্বকালীন শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস

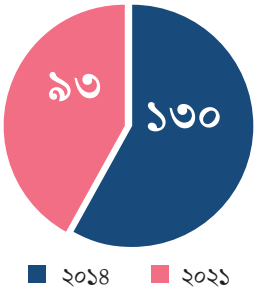

মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার (প্রতি লক্ষে জন্ম)

ইউনাইটেড নেশনস মেটারনাল মর্টালিটি এস্টিমেশন ইন্টার-এজেন্সি গ্রুপ (ইউএন-এমএমইআইজি)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০৯০ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে ভারতে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার ৮৬% কমেছে।

জিডিপি-তে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয়ের ক্রমশ বৃদ্ধি

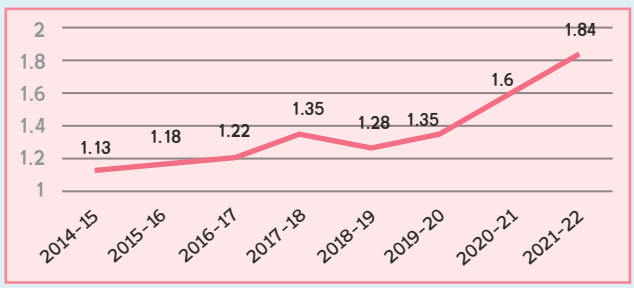

সাধারণ সরকারি খরচের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি

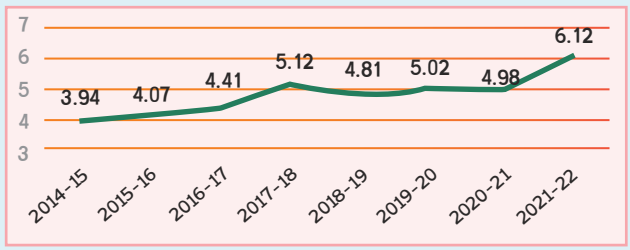

(*দ্রষ্টব্য- সমস্ত পরিসংখ্যান শতাংশে)

শিশু মৃত্যুর হার

(প্রতি ১,০০০ জন্মের ক্ষেত্রে)

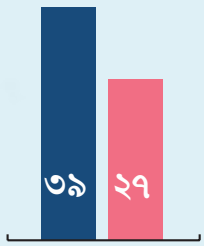

- ১৯৯০ ও ২০২৩ সালের মধ্যে ভারতে এই মৃত্যুর হার কমেছে ৭১%, অন্যদিকে আন্তর্জাতিকভাবে এই হ্রাসের হার ৫৮%।

নবজাতকের মৃত্যুর হার

(প্রতি ১,০০০ জন্মের ক্ষেত্রে)

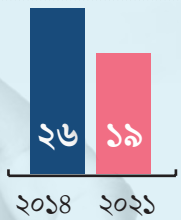

৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার

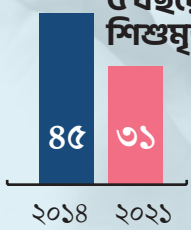

(*পরিসংখ্যান স্যাম্পেল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্ট ২০২১ অনুযায়ী)

সুবিধাভোগীদের ওপর নির্ভর করত, সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিকে নতুন করে তৈরি করেছেন, যাতে কোনও ভারতীয়ই পিছিয়ে না থাকেন। ২০১৪ সালের আগে ভারতে স্বাস্থ্য ছিল একটি উপেক্ষিত ক্ষেত্র, এমনকি স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা কাগজে-কলমেই থেকে গিয়েছিল। দেশের প্রতিটি প্রান্তে সম্পদ পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট ৮৫% বাড়ানো হয়েছে। ২০১৪-তে প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত, ভারতে স্বাস্থ্য-পরিচর্যা গরিবদের কাছে বড় বোঝা ছিল। পরিবারগুলিকে প্রায়ই চিকিৎসা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হত। এখন তা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পকেট থেকে বাড়তি খরচ দ্রুত কমে আসছে।

এখন, সাশ্রয়ী মূল্যের, সহজলভ্য, নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিটি ঘরে পৌঁছেছে

গত ১১ বছরে ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ২০১৮ সালে

১১ বছরের ঐতিহাসিক উদ্যোগ

ভারতের স্বাস্থ্য বিপ্লবের ভিত্তি

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১৭

ভারতে সবার জন্য সমান, সাশ্রয়ী মূল্যের এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করে সর্বজনের স্বাস্থ্য কভারেজ অর্জনের লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ২০১৭'র ১৫ মার্চ নতুন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি অনুমোদন করেছে।

অমৃত ফার্মেসি

গুরুতর রোগের জন্য অর্ধেক দামে ইমপ্লান্ট এবং ওষুধ

কেন্দ্রীয় সরকার বহু সরকারি হাসপাতালে কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য অমৃত ফার্মেসি চালু করেছে। এখানে ওষুধ, ইমপ্লান্ট, অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং অপারেশনের সরঞ্জাম বাজার দরের থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ে পাওয়া যায়। ক্যানসার এবং হৃদরোগের ব্যয়বহুল ওষুধও কম দামে পাওয়া যায়।

৬ কোটিরও বেশি নাগরিক এখনও পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্র

মানেই সাশ্রয়ী মূল্যে ভালো ওষুধ

সাধারণ মানুষের কাছে ৫০ থেকে ৯০% কমদামে ভালো ওষুধ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি যোজনা শুরু হয়েছিল। এই বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত প্রায় ১৭,০০০ ঔষধ কেন্দ্র চালু হয়েছে। লক্ষ্য, এই সংখ্যা বাড়িয়ে ২০২৭ এর মার্চের মধ্যে ২৫ হাজারে নিয়ে যাওয়া।

সুবিধা

২,১১০

রকম ওষুধ এবং ৩১৫ রকম অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যায়।

৩৮,০০০

কোটি টাকা আনুমানিক সঞ্চয় হয়েছে সাধারণ মানুষের গত ১১ বছরে।

হৃদরোগীদের জন্য সুবিধা

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকার হৃদরোগীদের সবচেয়ে বড় স্বস্তি দিয়েছিল বেয়ার মেটাল স্টেন্টের দাম ৭,২৬০ টাকা ও ড্রাগ-এলিউটিং এবং বায়োডিগ্রেডেবল স্টেন্টের দাম ২৯,৬০০ টাকা স্থির করে। এটা ছিল সেই সময়কার বাজার মূল্যের তুলনায় ৮৫% কম।

হাঁটু প্রতিস্থাপন সহজতর হয়েছে...

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে কৃত্রিম হাঁটু'র দাম ঠিক করা হয়েছিল। এর আওতায় সর্বাধিক ব্যবহৃত কোবাল্ট ক্রোমিয়াম হাঁটুর দাম ৬৫% কমানো হয়েছিল এবং সর্বোচ্চ মূল্য স্থির করা হয়েছিল ৫৪,৭২০ টাকা। টাইটানিয়াম এবং অক্সিডাইজড জিরকোনিয়ামের মত বিশেষ ধাতু দিয়ে তৈরি হাঁটুর দাম ৬৯% কমানো হয়েছিল এবং সর্বোচ্চ মূল্য ঠিক করা হয়েছিল ৭৬,৬০০ টাকা।

যেকোন দেশের একটা শক্তিশালী স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শুধু নাগরিক কল্যাণের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক স্থায়িত্বেও তার অবদান রয়েছে। এই ভাবনা নিয়েই গত ১১ বছরে এই ধরণের নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একটা নতুন বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করেছে…

মাতৃ স্বাস্থ্য প্রকল্প

বেঁচে থাকা এবং এক শক্তিশালী ভবিষ্যতের ভিত্তি

মায়েদের মৃত্যু ভারতে দীর্ঘদিন ধরে জনস্বাস্থ্যের এক সমস্যা। এব্যাপারে নানা ধরণের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমে নিখরচায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব এবং নবজাতকের পরিচর্যার মাধ্যমে ২০১৪-১৫ থেকে ১৬.৬০ কোটিরও বেশি সুবিধাভোগীকে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে জননী সুরক্ষা যোজনায় শর্তসাপেক্ষ নগদ স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যার ফলে ২০২৫ সালের মার্চের মধ্যে ১১.০৭ কোটিরও বেশি মহিলা উপকৃত হয়েছেন। অন্যদিকে সুরক্ষিত মাতৃত্ব আশ্বাষণ (SUMAN) গর্ভবতী মহিলাদের জন্য সম্মানজনক এবং উপযুক্ত গুণমানের পরিচর্যাকে শক্তিশালী করেছে, যার অধীনে ২০২৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারত জুড়ে ৯০,০১৫টি SUMAN স্বাস্থ্যসেবাকে অবহিত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনাঃ প্রথম প্রসবের জন্য ৫,০০০ টাকা, দ্বিতীয় কন্যা সন্তান প্রসবের জন্য ৬,০০০ টাকা সুবিধা।

পিএম আয়ুষ্মান ভারত হেলথ ইনফ্রা মিশন

কোভিড-১৯ থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০২১এর ২৫ অক্টোবর মূল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো রূপান্তরের জন্য দেশের বৃহত্তম উদ্যোগের সূচনা করেছেন। যার নাম প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিশন। এই রূপান্তরকারী উদ্যোগের লক্ষ্য হল ২০২৫-২৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক, মধ্যবর্তী এবং উচ্চস্তরে একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যার মোট ব্যয় ৬৪,১৮০ কোটি টাকা যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যতে মহামারী, জনস্বাস্থ্য, জরুরি পরিস্থিতি এবং দুর্যোগ কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যায়।

হাসপাতালগুলিতে ডে কেয়ার ক্যান্সার সেন্টার

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR) এর এক সমীক্ষাতে জানা গিয়েছে ২০২০'র তুলনায় ২০২৫ এর শেষে ভারতে ক্যান্সার রোগীদের সংখ্যা ১৩% বাড়বে। এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫-২৬ এর মধ্যে দেশে ২০০টি ক্যান্সার সেন্টার তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও সরকার আগামী ৩ বছরে সব জেলা হাসপাতালগুলিতে ডে কেয়ার ক্যান্সার সেন্টার (DCCC) স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাতে রোগীদের কাছে সহজে ওষুধ পৌঁছয় তার জন্য ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধকে সম্পূর্ণভাবে বেসিক কাস্টমস ডিউটি ছাড় দেওয়া হবে।

২০১৮তে আয়ুষ্মান ভারত যোজনা চালু হয়েছিল দরিদ্র পরিবারগুলিকে চিকিৎসার বিশাল ব্যয় থেকে বাঁচাতে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। আজ এই যোজনায় প্রায় ৪১ কোটি মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। এতে জোর দেওয়া হয় বীমা, রোগ প্রতিরোধ এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপর, যা গরীব মানুষদের সাশ্রয়ী এবং সহজে চিকিৎসার সুযোগ করে দেয়। প্রথম থেকেই আয়ুষ্মান ভারত যোজনা দুটি প্রধান সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে – গ্রামে ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব এবং গরীব পরিবারগুলিতে চিকিৎসার জন্য বিরাট ব্যয়। ২০১৮'র আগে গ্রামে বসবাসকারীরা প্রায়শই এই অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হতেন। এই সমস্যার সমাধান করতে সরকার প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PMJAY) শুরু করেছে। এতে প্রতিটি পরিবার বছরে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত নিখরচায় চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। মাত্র সাত বছরেই আয়ুষ্মান কার্ড পেয়েছেন ৪১ কোটিরও বেশি মানুষ। এটা শুধুই একটা আয়ুষ্মান কার্ড নয়; এটা গরীবদের জীবনের এক আচ্ছাদন।

চিকিৎসার জন্য নাগরিকদের ব্যক্তিগত খরচ কমেছে

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সাফল্যগুলির সবচেয়ে বড় কারণ হল মানুষকে আর আগের মত চিকিৎসার জন্য তাদের পকেট থেকে বেশি খরচ করতে হয় না। ২০১৪ সালে যখন আয়ুষ্মান ভারত যোজনা ছিল না, মানুষ তাদের চিকিৎসার প্রায় ৬২% ব্যয় নিজেরাই বহন করতেন। এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৮%। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সাহায্যে দেশের মানুষ ১.২৫ লক্ষ কোটিরও বেশি টাকা বাঁচিয়েছেন। এর পাশাপাশি মানুষ ৩৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি বাঁচিয়েছেন জন ঔষধি কেন্দ্রগুলি থেকে সস্তায় ওষুধ কিনে। "আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির" উদ্যোগে প্রায় ২ লাখ ওয়েলনেস সেন্টার তৈরি হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি গ্রাম ও

মহল্লার মানুষের স্ক্রিনিং করে, বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এর মত রোগের জন্য। এই প্রকল্পের মাধ্যমে, এখনও পর্যন্ত ২০০ কোটিরও বেশি পরীক্ষা করা হয়েছে, যা প্রাথমিকভাবে রোগ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে এবং ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা কমায়। এছাড়াও ২০২১ এর অক্টোবরে চালু হওয়া "প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিশন"এ দেশে হাসপাতালগুলিকে ৬৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে উন্নত করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রগুলিকে আগে পিছনে রাখা হয়েছিল, সেখানে এখন গুরুতর রোগীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য ইউনিট তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিটি বয়স্ক মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থেকে মুক্তি

ভারতে বয়স্কদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। একটি রিপোর্ট বলছে ২০২৬ এর মধ্যে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৭ কোটি, ২০৩৬ এ প্রায় ২৩ কোটি এবং ২০৫০ এর মধ্যে ৩৫ কোটি, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশেরও বেশি। গত কয়েক বছরে প্রবীণ জনসংখ্যার ধারাবাহিক বৃদ্ধির মূল কারণ হল স্বাস্থ্য, অবসর ভাতা ও স্বরোজগার এবং আত্মনির্ভরতা সহ তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন যোজনা। প্রবীণ নাগরিকদের শুধুমাত্র দীর্ঘদিন বাঁচাই উচিৎ নয়, তাদের একটি নিরাপদ, সম্মানজনক, সৃজনশীল এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করা উচিৎ। এর জন্য ২০২৪ এর শেষে আয়ুষ্মান ভারত স্কিমে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এখন তাদের আয় অথবা পটভূমি বাদ দিয়েই ৭০ বছর এবং তারও বেশি বয়সী প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককেই এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ৬ কোটি বয়স্ক মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে শুরু করেছেন। এই বয়সে যখন স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়ে তখন এটা এর থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একটি সংবেদনশীল প্রচেষ্টা হয়ে উঠেছে। এখন বয়স্করা এমনকি বড় হাসপাতালেও নিখরচায় চিকিৎসা পাচ্ছেন। ২০২৫ এর জানুয়ারির মধ্যেই ৪০ লাখেরও বেশি বয়স্ক মানুষ এই যোজনায় নথিভুক্ত হয়েছেন, তাদের আর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই।

মহিলাদের জন্য যোজনাটি হয়ে উঠেছে একটা আশীর্বাদ

মহিলারা এবং সামনের সারির স্বাস্থ্য কর্মীরা আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মূল শক্তি এবং সুবিধাভোগী। এই যোজনার প্রায় ৪৯ শতাংশ আয়ুষ্মান কার্ড মহিলাদের এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৪৮ শতাংশই নারী। ২০২৪ এর ফেব্রুয়ারিতে সরকারও ৩৭ লাখ আশা কর্মী, অঙ্গনওয়ারী কর্মী এবং সহায়িকাদের এই যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে, তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই

আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন

৮০.৪৭	কোটিরও বেশি আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্টস (ABHA) তৈরি হয়েছে।
৭১.৪৪	কোটি ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডস বিভিন্ন স্বাস্থ্য পোর্টালের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।
৪.২১	লাখেরও বেশি যাচাই করা স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিবন্ধিত হয়েছে।
৬.৯৩	লাখেরও বেশি যাচাই করা স্বাস্থ্য পেশাদার নিবন্ধিত হয়েছেন।

(নোটঃ ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য)

টেলিমেডিসিন পরিষেবা ই-সঞ্জীবনী এখন বাড়িতে চিকিৎসা দেওয়া হয়

২০২০তে, কোভিডের সময়ে, যখন মানুষের পক্ষে এমনকি সাধারণ অসুখের জন্যেও ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল, ই-সঞ্জীবনীর মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় চালু হয়েছিল নিখরচায় মেডিক্যাল কনসালটেশন।

৩৬+	১৩০	২,৩২,২৯১
কোটি মানুষ এখনও পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন।	জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ই-সঞ্জীবনীতে পাওয়া যায়।	স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের এখনও পর্যন্ত এতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ডিজিটাল হেলথ মিশন

স্বাস্থ্য পরিষেবায় সুবিধার নতুন অধ্যায়

১৪০ কোটি জনসংখ্যা এবং ভৌগলিক চ্যালেঞ্জের ভারতবর্ষের মতো দেশে, শেষ ব্যক্তির কাছে স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কোন চ্যালেঞ্জের চেয়ে কম নয়। তাই, স্বাস্থ্যসেবায় প্রযুক্তি যুক্ত করে সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে, ২০২০ সালে ন্যাশনাল ডিজিটাল হেলথ মিশন শুরু হয়েছিল। পাইলট প্রকল্পের সাফল্যের পর এটা আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন হিসেবে দেশ জুড়ে রূপায়িত হয়। এর আওতায় প্রতিটি ভারতীয়কে একটি স্বাস্থ্য পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। এই স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্টে প্রতিটি পরীক্ষা, প্রতিটি রোগ, ডাক্তার দেখানো, ওষুধ নেওয়া এবং রোগ নির্ণয়ের বিবরণ রয়েছে। এমনকি রোগী যদি নতুন জায়গায় যান অথবা নতুন ডাক্তারকে দেখান, তবুও এটি একটি পোর্টেবল পরিষেবা। তাকে শুধু ABHA (ইউনিক নাম্বার) বলতে হবে, তার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সব তথ্য পাওয়া যাবে।

এর সঙ্গে সঙ্গে নিবন্ধিত স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের একটি বিস্তৃত ডেটাবেসের জন্য স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের রেজিস্ট্রি, ভারত জুড়ে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলির সংগ্রহস্থলের জন্য স্বাস্থ্য সুবিধা রেজিস্ট্রি এবং ডিজিটালভাবে স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা প্রদানের জন্য একটি উন্মুক্ত নেটওয়ার্কের অধীনে হাসপাতাল, ডাক্তার, পরীক্ষাগারগুলির জন্য সমন্বিত স্বাস্থ্য ইন্টারফেস প্ল্যাটফর্মও চালু করা হয়েছে।

আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ... এখানে কীভাবে আপনি আপনার 'ABHA Card' তৈরি করতে পারবেন

আপনি আপনার ABHA কার্ডটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট https://abha.abdm.gov.in/abha/v3/. এর মাধ্যমে তৈরি করতে পারেন।

- ওয়েবসাইটটি দেখার পর আপনাকে 'আধার নম্বর তৈরি করুন' এ ক্লিক করতে হবে। এরপরে, আপনাকে আধার বা ড্রাইভিং লাইসেন্স বিকল্পে ক্লিক করতে হবে।
- আপনি যেকোন বিকল্প বেছে নিন, তারপরে আপনাকে আপনার বিবরণ পূরণ করতে হবে। যেমন, আধার নম্বরটি সম্পূর্ণ করুন, তারপরে মোবাইলে একটি OTP আসবে। এটা এন্টার করুন।
- আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটিও এন্টার করুন।
- এরপর পৃষ্ঠার পরবর্তী বিকল্পে ক্লিক করুন এবং এগিয়ে যান। আপনার ABHA কার্ড তৈরি হয়ে যাবে।

ইউ-উইন

টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং জবাবদিহিতা আরও বৃদ্ধির জন্য, সরকার U-WIN প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে, এটা সর্বজনীন টিকাদান কর্মসূচীর (UIP) অধীনে একটা ডিজিটাল উদ্যোগ। এটা একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের (০-১৬ বছর বয়সী) টিকাকরণকে সহজতর করে এবং ট্র্যাক করে।

১০.৪৮ কোটি সুবিধাভোগী U-WIN এ ২০২৫ এর মে পর্যন্ত নিবন্ধিত হয়েছেন।

৯৩.৯১ লাখ ডেলিভারি

১.৮৮ কোটি টিকাকরণ সেশন

৪১.৭৩ কোটি টিকার ডোজ রেকর্ড করা হয়েছে

কর্মীদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ভারতের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা গুলিকে এই যোজনায় শক্তিশালী করা হয়েছে। ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের আরেকটি বড় সাফল্য হল আয়ুষ্মান ভারত স্কিমে দিল্লিকে অন্তর্ভুক্ত করা। আগে দিল্লির মানুষ রাজনৈতিক কারণে এই যোজনার সুবিধা পেতেন না এবং ব্যয়বহুল বেসরকারি চিকিৎসার ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এই স্কিমকে দিল্লিতে প্রসারিত করেছে, যা এখন আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের বিনামূল্যে উন্নতমানের চিকিৎসা নিশ্চিত করেছে।

সামাজিক স্বার্থের পরিকল্পনাগুলি অবস্থা বদলে দিয়েছে

স্বাস্থ্যসম্মত মনের পূর্বশর্ত হল স্বাস্থ্যসম্মত ভাবনা। একটি অস্বাস্থ্যকর সমাজ বা অশিক্ষিত সমাজ বিকশিত ভারতের যাত্রার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হতে পারে। ২১ শতকের ভারতের স্বপ্ন পূরণ করার সামর্থ্যের যাত্রা শুরু হয় ব্যক্তি এবং পরিবার থেকে, কিন্তু জনসংখ্যা যদি শিক্ষিত না হয়, স্বাস্থ্যবান না হয়, তাহলে বাড়ি খুশি হয় না, সেই দেশও খুশি হয় না। তাই কেন্দ্রীয় সরকার সামাজিক দিক আছে এমন নানা স্কিমের সাহায্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আজ প্রতিটি মানুষের তাদের নিজস্ব পাকা বাড়ি রয়েছে, তার জন্য একটি আবাস যোজনা রয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে রয়েছে বিদ্যুৎ, উজালার মাধ্যমে নিখরচায় রান্নার গ্যাস এখন প্রতিটি রান্নাঘরের একটা বাস্তবতা, স্বচ্ছতা মিশনের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে ১২ কোটি শৌচাগার, জল জীবন মিশনের মাধ্যমে ১৬ কোটি গ্রামীণ পরিবারে স্বচ্ছ জল সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। আজ ৬০ কোটি

কোভিড মোকাবিলা

এভাবেই লড়াই করেছিল দেশ

২০২০তে কোভিড-১৯ অতিমারী শুধু একটা চ্যালেঞ্জ ছিল না বরং তা ভবিষ্যতে সমস্যায় পড়লে তার মোকাবিলায় প্রস্তুত হওয়ার একটা দক্ষতাও দিয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে দেশ জুড়ে যখন এই অতিমারী বিস্তৃত হল, তখন দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হল। ভারত শুধুমাত্র এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলাই করেনি বরং দেশীয় ভ্যাকসিনের মাধ্যমে বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযান চালিয়ে উঠে এসেছে এক বিশ্ব নেতা হিসেবে···

বৃহত্তম সাফল্য

২২০.৬৭ +

কোটি ডোজ টিকা ভারতে সফলভাবে দেওয়া হয়েছে।

- ২০২১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিনে ২.৫০ কোটিরও বেশি টিকা একদিনে দেওয়া হয়েছিল। এটা একদিনে সবচেয়ে বেশি ডোজ দেওয়ার একটা রেকর্ড।
- ভ্যাকসিন মৈত্রী প্রোগ্রামে ভারত 'বসুধৈব কুটুম্বকম' (বিশ্ব একটি পরিবার) এবং এক বিশ্ব-এক স্বাস্থ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিশ্বের অন্য দেশগুলিকে ৩০ কোটি ডোজ দিয়েছে।

পরিকাঠামোয় ঐতিহাসিক অগ্রগতি

পরীক্ষাগার

মার্চ, ২০২০	এখন
১৪	৩,৪০০

ICU বেডস

মার্চ, ২০২০	নভেম্বর, ২০২৩
২,১৬৮	১.৪৫ লাখ

অক্সিজেন বেডস

মার্চ, ২০২০	নভেম্বর, ২০২৩
৫০,৫৮৩	৫.৫ লাখ

পিপিই কিট তৈরি | মার্চ, ২০২০ 0 এখন দক্ষতা প্রতিদিন ৪.৫ লাখ

- ১,৫০০'র বেশি PSA অক্সিজেন প্ল্যান্টস স্থাপন করা হয়েছে। এই প্ল্যান্টগুলি বসানো হয়েছিল PM CARES এর পাশাপাশি নানা মন্ত্রক এবং PSUগুলির সাহায্যে।
- ৯০০ অক্সিজেন ট্রেনের মাধ্যমে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ রাজ্যগুলিতে পাঠানো হয়েছিল ৩৬,৮৪০ টনেরও বেশি তরল মেডিক্যাল অক্সিজেন।
- ৪,১৭৬ রেলওয়ে কোচকে বদলে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর আইসোলেশন এবং কোয়ারেন্টাইন সুবিধাযুক্ত করা হয়েছে। বিমানবাহিনী ক্রায়োজেনিক অক্সিজেন ট্যাঙ্কার এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম বিমানে পরিবহণ করেছে।

ভারতীয়কে আওতায় আনা আয়ুষ্মান ভারত যোজনা গরীব এবং নব মধ্যবিত্তদের উঁচুমানের এবং সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত স্বাস্থ্য পত্রিকাগুলির অন্যতম 'দ্য ল্যানসেট' আয়ুষ্মান ভারতের প্রশংসা করে বলেছে এই স্কিম ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্র সংক্রান্ত অসন্তোষগুলি দূর করবে। এই সব সামাজিক উদ্বেগ সম্পর্কিত স্কিমগুলি স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে একটা রূপান্তরমূলক ভূমিকা পালন করেছে। 'দ্য ল্যানসেট' তাদের একটি গবেষণায় জানিয়েছে যে আয়ুষ্মান ভারতের কারণে, সময়মত ক্যান্সারের চিকিৎসা শুরু করার ক্ষেত্রে উল্লেখ্য উন্নতি হয়েছে। ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীদের ৩০ দিনের মধ্যে ৯০ শতাংশ উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। এখন নতুন ভারত সংকল্প নিয়েছে যে আমরা একসঙ্গে এমন একটা ভারত গড়ে তুলবো যা পরিচ্ছন্ন, সুস্থ থাকবে এবং স্বরাজের স্বপ্ন পূরণ করবে।

জন ঔষধিঃ "কম দামে, ভালো ওষুধ"

বহু সময়েই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কোন দরকার হয় না। ডাক্তার যা ওষুধ দেন তা ঘরে বসেই নেওয়া যায়। ওষুধের দোকান থেকে সস্তায় ওষুধ পাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। জন ঔষধি প্রজেক্ট অফ ইন্ডিয়া (PMBJP) শুধু

"ভারতের স্বাস্থ্য সংস্কারের কেন্দ্রে রয়েছে অন্তর্ভুক্তি। আমরা বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য বীমা যোজনা আয়ুষ্মান ভারত চালাই। বিশ্বের স্বাস্থ্য নির্ভর করে আমরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের কতটা ভালোভাবে যত্ন নিই তার ওপর। উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশেষ করে স্বাস্থ্য সংকটগুলির সম্মুখীন হয়। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটা মডেল দেয় যা অনুকরণযোগ্য, পরিমাপযোগ্য এবং সুস্থায়ী।

নরেন্দ্র মোদী,
প্রধানমন্ত্রী

ভারত যোগ, আয়ুর্বেদ এবং ঐতিহ্যবাহী ওষুধগুলির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পুনরুদ্ধার করেছে

আজ যোগ, আয়ুর্বেদ এবং ঐতিহ্যবাহী ওষুধগুলি আবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাচ্ছে, এবং এর পিছনে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাবনা, যার সাহায্যে ২০১৪ সালে প্রথমবার চালু হয়েছিল একটি বিশেষ আয়ুষ মন্ত্রক। এখন আয়ুর্বেদ এবং যোগ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি শুধু দেশেই নয় বরং বদলে গেছে সারা বিশ্বে, এবং তার গ্রহণযোগ্যতাও বেড়েছে…

৭,৫১,৭৬৮ চিকিৎসক এখন আয়ুষ চিকিৎসা ব্যবস্থায় নথিভুক্ত হয়েছেন

ভারত প্রমান-ভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসায় বিশ্বের একটি শীর্ষে থাকা দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং আয়ুষ গবেষণা পোর্টাল এখন ৪৩,০০০ এরও বেশি গবেষণার আয়োজন করেছে।

- ২০১৫'র ২১ জুন প্রথমবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আয়োজন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘ ভারতের প্রস্তাবে ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।
- গত ১০ বছরে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা গত ৬০ বছরের প্রকাশনার থেকেও বেশি।
- আয়ুষ ক্ষেত্রে দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হচ্ছে এবং এর উৎপাদন বাজারের আকার ২০১৪ সালের ২.৮৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ২৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। আয়ুষ শিল্প দ্রুত ২০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
- আয়ুষ গ্রিডের অধীনে পরিকাঠামো শক্তিশালী হয়েছে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংহত করার ওপর নতুন করে জোর দেওয়া হচ্ছে।
- Y-Break Yoga-এর মত আরও সামগ্রিক কন্টেন্ট হোস্ট করার জন্য iGOT একটি প্ল্যাটফর্ম।
- যোগ প্রসারের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়াহচ্ছে।
- গুজরাটের জামনগরে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন-এর প্রতিষ্ঠা একটি ঐতিহাসিক অর্জন, যা ঐতিহ্যবাহী ওষুধের ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করেছে।
- প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০২৫ এর ৫ জানুয়ারি দিল্লির রোহিনীতে সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
- গত দশকে আয়ুষ ব্যবস্থা ১০০টিরও বেশি দেশে প্রসারিত হয়েছে – ঐতিহ্যবাহী ওষুধ ব্যবস্থা প্রসারের জন্য দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১০টি নতুন আয়ুষ ইনস্টিটিউট।
- ভারত সরকার ২০২৫ এর ২৯ মে দেশে চালু করেছে 'আয়ুষ ইনভেস্টমেন্ট সারথি'। এটা একটা নির্দিষ্ট, বিনিয়োগকারী-কেন্দ্রিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম।

দেশের কোটি কোটি মানুষের ওষুধ সংক্রান্ত ব্যয়ের দুশ্চিন্তাই দূর করেনি বরং তাদের জীবনকেও সহজতর করেছে। এই প্রকল্প সাধারণ মানুষের জীবনে একটা ইতিবাচক প্রভাব এনেছে। প্রতিদিন দেশের ১২ লাখেরও বেশি নাগরিক জন ঔষধি কেন্দ্রগুলি থেকে ওষুধ কেনেন। এখানে বাজারদরের তুলনায় ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ কম দামে ওষুধগুলি পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, যখন কিডনির রোগ গুরুতর আকার ধারণ করে তখন ক্রমাগত ডায়ালিসিস করতে হয়, এটা করতে হয় নিয়মিত, অনেক দূরে যেতে হয় এবং তার জন্য বহু ব্যয় হয়। তাই কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ৭০০টিরও বেশি জেলায় ১৫০০টিরও বেশি ডায়ালিসিস কেন্দ্র খুলেছে। এখানে নিখরচায় ডায়ালিসিসের সুবিধাও পাওয়া যায়।

সহানুভূতি হয়ে উঠেছে স্বাস্থ্য বিপ্লবের ভিত্তি

আগের প্রজন্মের মানুষেরা খুবই সচেতন ছিলেন যে, বাড়ির কোন লোক অসুস্থ হওয়া মানে গোটা পরিবার কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাবে। যদি গরীব পরিবারের একজন গুরুতর অসুস্থ হয়, তা পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের ওপর ছাপ ফেলে।

প্রধানমন্ত্রী ডায়ালিসিস কর্মসূচীর ফলে ৮,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী ন্যাশনাল ডায়ালিসিস প্রোগ্রামের (PMNDP) অধীনে, সারা দেশে ৩৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৭৫০টি জেলার ১,৬৭৪টি কেন্দ্রের ১১,৭৫৭টি হেমো-ডায়ালিসিস মেশিন ব্যবহার করে রোগীদের ডায়ালিসিস করা হচ্ছে। ৩ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত, মোট ২৭.৮৬ লক্ষ রোগী ডায়ালিসিস পরিষেবা নিয়েছেন। এই সময়কালে, মোট ৩৪২.২৫ লক্ষ হেমো-ডায়ালিসিস সেশন পরিচালিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ন্যাশনাল ডায়ালিসিস প্রোগ্রামের ফলে, এখন পর্যন্ত, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রোগীদের ৮,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

একটা সময় ছিল যখন মানুষ চিকিৎসার জন্য তাদের বাড়ি, জমি, অলঙ্কার ইত্যাদি বিক্রি করতে বাধ্য হতেন। কঠিন অসুখের চিকিৎসার খরচ শুনে গরীবরা বিধ্বস্ত হয়ে পড়তেন। বয়স্কা মায়েরা ভাবতেন যে তিনি কি নিজের চিকিৎসা করাবেন নাকি নাতি-নাতনিদের লেখাপড়ার খরচ চালাবেন। বয়স্ক বাবারা ভাবতেন যে তিনি নিজের চিকিৎসা করাবেন নাকি সংসারের খরচ চালাবেন। তাই গরীব পরিবারের বয়স্করা একটা রাস্তাই দেখতে পেতেন। নীরবে কষ্ট সহ্য করা। যন্ত্রণা সহ্য করা। নীরবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা। চিকিৎসা চালানোর খরচ চালাতে না পারার এই অসামর্থ্য গরীবদের বিধ্বস্ত করে দিত। সংবেদনশীল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই যন্ত্রণাটা অনুভব করেছেন এবং জন্ম নিয়েছে আয়ুষ্মান ভারত যোজনা। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত গরীবদের হাসপাতালে চিকিৎসার সব খরচ তারা বহন করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বহুবার জনসভা থেকে বলেছেন, "আমি চাই আমার স্বাস্থ্য এমন হোক যাতে তা দেশের জন্য বোঝা না হয়ে দাঁড়ায়। আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত একজন সুস্থ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে চাই।" স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংবেদনশীলতা এই প্রথমবার কোনও সরকারের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দেশের একটা আশা ছিল, আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এমন হবে যাতে দেশে গরিবস্য গরীবদেরও পরিচর্যা করা যায়, গরীবদের রোগ থেকে সুরক্ষা দেওয়া যায় এবং যদি তারা অসুস্থ হয় তাদের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা দেওয়া যায়। কোন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তখনই শক্তিশালী হবে যখন তা সবদিক থেকে সমাধান দিতে পারে, প্রতিটি পদক্ষেপে সহায়তা দিতে পারে। তাই গত ১১ বছরে সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেশের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হয়ে উঠেছে। গত ১১ বছরে ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যা কাজ হয়েছে তা গত ৭০ বছরেও হয়নি। দেশের নাগরিকরা যতই স্বাস্থ্যবান হবে, দেশের অগ্রগতিও তত দ্রুত হবে। এই ভাবনা

১১ বছরে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্র এক নতুন ইতিহাস গড়েছে। তৈরি হয়েছে এক রেকর্ড সংখ্যক AIIMS এবং মেডিক্যাল কলেজ, স্বাস্থ্যের ওপর বোঝা কমেছে এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বেড়েছে।

নিয়েই নাগরিকদের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৭ সালের স্বাস্থ্য নীতির মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করেছে। আজ, দেশ গরিবস্য গরীব ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার রেকর্ড বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি নয়, ছয়টি ফ্রন্টে কাজ করছে।

- **প্রথম ফ্রন্ট – প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার প্রসার।**
- **দ্বিতীয় ফ্রন্ট - প্রতিটি গ্রামে ছোট এবং আধুনিক হাসপাতাল তৈরি করা।**
- **তৃতীয় ফ্রন্ট – শহরগুলিতে মেডিক্যাল কলেজ এবং বড় স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়া।**
- **চতুর্থ ফ্রন্ট – দেশ জুড়ে চিকিৎসক এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।**
- **পঞ্চম ফ্রন্ট – রোগীদের সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ এবং সস্তায় সরঞ্জাম দেওয়া।**
- **ষষ্ঠ ফ্রন্ট – রোগীদের যে অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হতে হয় তা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দূর করা।**

শুধু চিকিৎসাই নয়, সরকার হাসপাতাল থেকে বেরনোর পরও চিকিৎসার সুবিধাগুলি দেওয়ার ব্যবস্থা করছে, যাতে দারিদ্র্যসীমার বাইরে যারা এসেছেন তারা কোনভাবেই দারিদ্র্যসীমার নীচে ফিরে না যান। এর জন্য, বিনামূল্যে খাদ্য রেশনের প্রকল্প চালু রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়াসের ফলে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার বাইরে এসেছেন এবং একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হয়েছে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সর্বজনীন টিকাদানের অবদান

গত ১১ বছরে স্বাস্থ্যসেবা হয়ে উঠেছে ভারতের সবচেয়ে পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ টিকাকরণ এবং রোগ নিরাময়ে ধারাবাহিক অগ্রগতি দেখেছে। আদিবাসী গ্রামের নবজাতক থেকে শুরু করে শহরের স্কুলের শিশু, সরকার দেশের প্রতিটি কোনে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে যাতে কেউ এর বাইরে না থাকে। ২০১৪'র আগে ভারতে টিকাকরণের স্বল্পতা, টিবির উচ্চ হার এবং মহিলা ও শিশুদের মধ্যে ব্যাপকহারে বসন্ত এবং রুবেলা ও ম্যালেরিয়ার মত অসুখে ঘন ঘন সংক্রমণের সমস্যা ছিল। আজ ২০২৫ সালে ছবিটা বদলে গেছে; ভারত বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং সফল স্বাস্থ্য মিশনের অন্যতম। প্রধানমন্ত্রী মোদীর জনমুখী প্রশাসনিক মডেল যাতে পরিস্কারভাবে পরিষেবা, নিষ্ঠা এবং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার মনোভাব ফুটে উঠেছে।

আগে কোটি কোটি শিশু জীবনদায়ী টিকা থেকে বঞ্চিত হত, ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল মিশন ইন্দ্রধানুষ একথা মনে রেখেই। একইভাবে, কেউ যাতে টিকাকরণ থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য ২০২৪ এর অক্টোবরে চালু হয়েছিল U-WIN পোর্টাল। এখন টিকাকরণের সমস্ত রেকর্ড ডিজিটাল হয়ে গেছে। একটি লাইভ ড্যাশবোর্ড এবং এসএমএস অ্যালার্টের সাহায্যে টিকা না পাওয়ার ঘটনা এখন কমেছে। ঠিক যেমন, আধার পরিচয়পত্রকে স্বচ্ছ এবং সবাইকে সংযুক্ত করেছে, তেমনি U-WIN পোর্টাল টিকাকরণকে সহজ, স্বচ্ছ এবং সকলের জন্য সুগম করে তুলেছে।

ভারতের আয়ুষের বিশ্বব্যাপী প্রচার

ভারত দীর্ঘদিন ধরে সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবার একটি শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্র, যেখানে আয়ুর্বেদ ও যোগের মত ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা তার প্রাচীন সভ্যতা এবং গভীর জ্ঞানের ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত। তবুও, কয়েক দশক ধরে, এই অমূল্য জ্ঞানকে পরবর্তী সরকারগুলি উপেক্ষা করেছে এবং মূল্যবান ভাবার বদলে পুরনো বলে বিবেচনা করেছে। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয়

সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি তা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। তারা গর্ব এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর ছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যখন ভারত রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ইতিহাস তৈরি করেছিল – এই দিনে ১৭৭টি দেশ একসঙ্গে ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিল। এটা শুধু যোগের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি ছিল না; এটা সেই মুহূর্তটিকে চিহ্নিত করেছিল যখন ভারত তার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে আবার গ্রহণ করেছিল এবং গর্বের সঙ্গে গোটা বিশ্বের কাছে এটি উৎসর্গ করেছিল।

এক বিশ্ব-এক স্বাস্থ্যের দুনিয়াজোড়া মিশন

স্বাস্থ্য আনাদের বন্টিত অগ্রাধিকারগুলির অন্যতম। ভারতের স্বাস্থ্য বীমা যোজনা – আয়ুষ্মান ভারত – প্রায় ৬০ কোটি মানুষকে তার আওতায় এনেছে। কিন্তু ভারতের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চিন্তা শুধুই ভারতীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের "এক বিশ্ব, এক স্বাস্থ্য" মিশন স্বাস্থ্যকে একটা যৌথ বৈশ্বিক দায়িত্ব হিসেবে দেখে। কোভিড অতিমারীর সময় ভারত আফ্রিকার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময়ে, টিকা এবং ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছিল। ভারত "আরোগ্য মৈত্রী" উদ্যোগের আওতায় প্রশিক্ষণ, হাসপাতালের সরঞ্জাম এবং ওষুধের মাধ্যমে সহায়তা দিয়েছিল আফ্রিকাকেও। উন্নত ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য ভারত নামিবিয়ায় একটি ভাবাট্রন রেডিও থেরাপি মেশিন সরবরাহ করতে প্রস্তুত। ভারতে তৈরি এই মেশিনটি ১৫টি দেশে ব্যবহৃত হয়েছে। এই মেশিনটি বিভিন্ন দেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ গুরুতর ক্যান্সার রোগীকে সাহায্য করেছে।

আয়ুষ্মান ভারত যোজনা নিঃসন্দেহে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য একটা স্বাস্থ্য বিপ্লব। প্রকৃতপক্ষে, গবেষণায় দেখা গেছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার কারণে আয়ু এক বছরের বৃদ্ধির ফলে জিডিপিতে ৪ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি ঘটে। আয়ুষ্মান ভারত যোজনা যখন অষ্টম বছরে পা দিচ্ছে, তখন এর মূল লক্ষ্য হল কোন ভারতীয় যেন স্বাস্থ্য সংকটে একা না পড়েন তা নিশ্চিত করা। বিপুল জনসংখ্যার এই বৈচিত্র্যময় দেশের জন্য যোজনাটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই বোঝা যায়। আজ দেশ এবং তার নেতৃত্ব দেশের দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ব্যয়বহুল চিকিৎসার বোঝা থেকে মুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আজ দেশ এই অভিমুখে দ্রুত এগোচ্ছে। আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিষেবার এমন একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং আন্তর্জাতিক মডেল তৈরি করেছে যে দেশ বলছে – আয়ুষ্মান ভব। ●

২০১৪'র আগে পরিষেবা ছিল একটি অবহেলিত ক্ষেত্র। আজ আপনি ধনী হন বা দরিদ্র, একটি দূর গ্রামে থাকেন অথবা মেট্রো শহরে, আপনি একটা ব্যবস্থার অঙ্গ যা উপযুক্ত গুণমানের স্বাস্থ্যসেবা দেয়। এই হল প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন নতুন ভারত, যা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এক 'উন্নত ভারত'এ যেখানে স্বাস্থ্যসেবা সবার জন্য।

জে পি নাড্ডা
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী

বিহারের শ্রেষ্ঠত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রগতির বার্তা

ভারতের শাশ্বত বিশ্বাসের প্রতীক গয়াজি। এই স্থান আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক জীবন্ত উদাহরণ। ভগবান বিষ্ণুর আশীর্বাদে মোক্ষলাভের স্থান হিসেবে এই জায়গাটি পরিচিত। ভগবান বুদ্ধ এখানেই জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই পবিত্র ভূমির মাহাত্ম্যকে স্মরণ করে ২২ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গয়ায় বিহারের জন্য ১২,০০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন...

নতুন উদীয়মান ভারতের মন্ত্র হল ঐতিহ্যকে সঙ্গী করে উন্নয়ন যাত্রায় সামিল হওয়া। আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলে উন্নত ভারতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গয়াজির পবিত্রভূমি সফরকালে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। গয়া ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। এখানে ১২,০০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করে তিনি বিহারের শিল্পায়নকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এই প্রকল্পগুলি জ্বালানী, স্বাস্থ্য এবং নগরোন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি যুব সম্প্রদায়ের জন্য নতুন নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করবে।

বিকশিত ভারতের জন্য উন্নত বিহার গড়ে তোলার গুরুত্বের দিকটি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, গত ১১ বছরের বেশি সময় ধরে এখানে সংস্কারমূলক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দরিদ্র মানুষদের সমস্ত সংকট থেকে মুক্ত করতে এবং মহিলাদের জীবযাত্রাকে আরও সহজ করে তোলার জন্য তাঁর অঙ্গীকারের কথা তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে.....

১) স্বাচ্ছন্দ্য, সুরক্ষা ও মর্যাদার গ্যারান্টি

গত ১১ বছর ধরে দরিদ্র মানুষদের জন্য ৪ কোটি পাকা বাড়ি নির্মিত হয়েছে। এরমধ্যে বিহারে নির্মিত হয়েছে ৩৮ লক্ষের বেশি বাড়ি।গয়া জেলায় ২ লক্ষ পরিবার তাঁদের পাকা বাড়ি পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জোর দিয়ে বলেন, এই বাড়িগুলি হল, দরিদ্র মানুষদের মর্যাদার প্রতীক। বাড়িগুলিতে বিদ্যুৎ, জল ও রান্নার গ্যাসের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। রয়েছে শৌচাগার অর্থাৎ দরিগ্র পরিবারগুলির জন্য আরামদায়ক, সুরক্ষিত এবং মর্যাদাপূর্ণ এক জীবন নিশ্চিত হয়েছে।

২) বিহারের মাটি থেকে অপারেশন সিঁদুরের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এর জঙ্গীদের কাপুরুষচিত হামলার পর মধুবনীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং চাণক্য ছিলেন বিহারের। যখনই কোনও শত্রু ভারতে আঘাত হেনেছেন, বিহার দেশকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গী হানার সময় নিরীহ নাগরিকদের প্রথমে ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়, এরপর ধর্মের কারণে তাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বিহারের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আজ সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে, বিহারের মাটিতে নেওয়া সেই সংকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। অপারেশন সিঁদুর ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কৌশল রচনায় নতুন এক দিগন্তের সূচনা করেছে।

৩) দুর্নীতিকে আর প্রশয় দেওয়া হবে না

দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে তাঁর সময়কালে দুর্নীতির একটি ঘটনাও ঘটেনি। তিনি বলেন,

৪) বিহার বর্তমানে সর্বাঙ্গীন এক উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করছে

প্রধানমন্ত্রী বিহারের উন্নয়ন যাত্রার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করে রাজ্যের মানুষকে পুরোনো দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দেন। এই রাজ্যের মানুষ এক সময়ে নিরক্ষরতা এবং বেকারত্বের মত সমস্যার কারণে পরিযায়ী হতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু বর্তমানে রাজ্য প্রগতির নতুন পথে এগিয়ে চলেছে। একজন মুখ্যমন্ত্রী একবার বলেছিলেন, বিহারের জনগণকে তিনি তার রাজ্যে ঢুকতে দেবেন না। সরকার বর্তমানে সেই বক্তব্যের জবাব বিহারের উন্নয়নের মাধ্যমে দিচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিভিন্ন পুরোনো সমস্যার সমাধান সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। আবার উন্নয়নের নতুন পথ তৈরি হচ্ছে। বিহারের ছেলে-মেয়েরা যাতে এখানে কাজ পান, তারা যাতে একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারেন এবং তাদের মা-বাবার যত্ন নিতে পারেন- তা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে চলেছে।

সংবিধান প্রত্যেক জন প্রতিনিধির কাছ থেকে সততা ও স্বচ্ছতা প্রত্যাশা করে। আমাদের সরকার এমন একটি কঠোর দুর্নীতি বিরোধী আইন আনতে চলেছে, যে আইনের আওতায় প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরাও থাকবেন। যদি কেউ কারাগারে যান তাহলে তাঁকে ৩০ দিনের মধ্যে জামিন পেতে হবে। অন্যথায় ৩১-তম দিনে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। আজ আইন অনুসারে একজন সাধারণ সরকারী কর্মী ৫০ ঘন্টা হেফাজতে থাকলে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু কেউ যদি মুখ্যমন্ত্রী, অথবা একজন মন্ত্রী কিংবা একজন প্রধানমন্ত্রী হন, তাহলে কারাগারে থেকেও তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন। এটা কেন হবে?

৫) ভারতের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার ভারতবাসীর রয়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের জনবিন্যাসের চরিত্র বদলে যাওয়ার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে বলেন, বিহারও এই সংকট থেকে মুক্ত নয়। দেশে যেভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বাড়ছে তা উদ্বেগের বিষয়। বিহারের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনবিন্যাস দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই, এনডিএ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের ভবিষ্যত অনুপ্রবেশকারীরা নির্ধারণ করবেন না। এই অনুপ্রবেশকারীরা বিহারের যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের সুযোগগুলিকে কেড়ে নিচ্ছে, সেটি হতে দেওয়া যায় না। ভারতের জনগণের যে সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেগুলিকে বাইরের লোকেরা এসে লুট করবে তা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। এই সংকটের মোকাবিলার জন্য ডেমোগ্রাফিক্স মিশন শুরু হতে চলেছে। খুব শীঘ্রই এই অভিযান শুরু হবে এবং আমরা প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবো।

বিহারের সমৃদ্ধিতে গতি : ঔন্টা- সামরিয়া সেতু সহ বহু উপহার

নির্মাণে ব্যয় হয়েছে **১,৮৭০ কোটির বেশি**

৮.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু

- মোকামার আউন্টা থেকে বেগুসরাইয়ের সীমারিয়ার মধ্যে নতুন এই সেতু মধুবনী, সুপৌল, আরারিয়া, বেগুসরাইয়ের সঙ্গে দক্ষিণ বিহারের শেখপুরা, নওয়াদা, লাখিসরাই-এর মধ্যে উন্নত সড়ক যোগাযোগ গড়ে তুলবে। এর মধ্যে রয়েছে, গঙ্গা নদীর ওপর ১.৮৬ কিমি দীর্ঘ ৬ লেনের সেতুও।
- পুরোনো রাজেন্দ্র সেতু ভারি যানবাহনের চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার বেড়ে যায়। এখন মাত্র ৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। এর ফলে যানজটের হাত থেকে রেহাই মিলবে। বারাউনি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, তৈল শোধনাগার সুধা ডেয়ারি সহ স্থানীয় শিল্প এবং কৃষিক্ষেত্রের সুবিধা হবে।

- গয়াজি এবং দিল্লির মধ্যে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ও বৈশালী এবং কোডার্মার মধ্যে বুদ্ধিস্ট সার্কিট ট্রেনের যাত্রার সূচনা হল। এর ফলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নতুন এক উপহার পেল যা সুরক্ষিত এবং আরামদায়ক।
- বক্সারে ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিটটির উদ্বোধন হয়েছে।এটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৬৯০০ কোটি টাকা।এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। শিল্পায়ন ও পরিকাঠামোর উন্নতিতে গতি আসবে।
- মুজাফফরপুরে হোমি ভাবা ক্যান্সার হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে। এখানে অঙ্কোলজির উন্নত ওপিডি, আইপিডি ওয়ার্ড, অপারেশন থিয়েটার, আধুনিক গবেষণাগার, ব্লাড ব্যাঙ্ক, আইসিইউ এবং এইচডিইউ-এর ২৪টি শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে।
- অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এই হাসপাতালটি বিহার সহ সমগ্র পূর্ব ভারতের রোগীদের কাছে নতুন আশার আলো। মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলি এই প্রকল্পে লাভবান হবেন।

পিএম আবাস যোজনায় ১,৬০০ পরিবার বাড়ি পেয়েছে।

শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল
৪,২৬০	১২,০০০

সুবিধাপ্রাপক গৃহপ্রবেশ করেছেন

৫ জন সুবিধাপ্রাপকের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাড়ির চাবি তুলে দেওয়া হয়।

জল প্রকল্প

নমামী গঙ্গের আওতায় মুঙ্গেরে এসটিপি ও নিকাশি ব্যবস্থা, ঔরঙ্গাবাদ, বৌদ্ধগয়া ও জেহানাবাদে জল সরবরাহ প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে

- বখতিয়ারপুর থেকে মোকামা পর্যন্ত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ৪টি লেন নির্মাণ

নতুন ভারত, আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণে নতুন এক মান নির্ধারণ করছে। অন্ত্যোদয়ের ধারণা থেকে দরিদ্র, মহিলা, কৃষক এবং যুবক-যুবতীরা গর্ব ও মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার পাচ্ছেন। ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয় তখন নতুন নতুন জিনিষ তৈরি করার দক্ষতাও গড়ে ওঠে। প্রত্যেক রাজ্যের উন্নয়নকে নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকশিত ভারতের ভাবনাকে বাস্তবায়নের জন্য বিহারও সামিল হয়েছে। আর তাই কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের যুব সম্প্রদায়ের স্বপ্নপূরণে এগিয়ে চলেছে এবং মানুষকে আরও উচ্চাকাঙ্খী করে তুলছে।

আত্মনির্ভর ভারত অভিযানে সক্রিয় গুজরাট

আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো, শিল্পবান্ধব প্রশাসন এবং একটি শক্তিশালী পণ্য পরিবহনের নেটওয়ার্ক থাকায় গুজরাট ভারতের শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। গত তিন দশক ধরে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে পছন্দের গন্তব্য হয়ে উঠেছে এই রাজ্য। বড় বড় কর্পোরেট হাউসগুলো গত কয়েক বছরে গুজরাটকে তাদের পছন্দের জায়গা হিসেবে বিবেচনা করে। উৎপাদন শিল্প, পুনর্নবিকরণযোগ্য জ্বালানী এবং স্টার্টআপ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিনিয়োগ হয়েছে। বাপুর জন্মস্থানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ₹৫৪০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন...

কথিত আছে, যারা দরিদ্র, কৃষক, মহিলা এবং মধ্যবিত্তদের মধ্যে থাকেন – তাদের জীবন সংগ্রামের সাথী হন — তাঁরা এদের সকলের সমস্যাগুলি উপলব্ধি করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছোট্ট শহর বড়নগরে বেড়ে উঠেছেন, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন এবং পরবর্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেন সেই উন্নত রাষ্ট্রের ভাবনা এসেছিল অতীতে তার সমস্যা সঙ্কুল জীবন-যাপনের কারণে।

২০০১ সালে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার মধ্য দিয়ে এই রাজ্য দেশের উন্নয়নের আদর্শ হয়ে ওঠে। ভেঙে পড়া এক অবস্থা থেকে গুজরাট ঘুরে দাঁড়ায়। গুজরাট থেকে পাওয়া শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশের সঙ্গে এই রাজ্যের উন্নয়নে সক্রিয় হয়েছেন। ২৫ এবং ২৬ অগাস্ট তিনি গুজরাট সফর করেন। সফরকালে শ্রী মোদী বলেন, গুজরাট তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছে সেই শিক্ষাকে তিনি দেশের উন্নয়নে কাজে লাগান। সফরের প্রথমদিনে শ্রী মোদী আমেদাবাদে ৫,৪০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এরমধ্যে রেলেরও কিছু প্রকল্প রয়েছে। এই প্রকল্পগুলি নির্মাণে ব্যয় হবে ১৪০০ কোটি টাকা। সফরের দ্বিতীয় দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে তিনি হানসালপুরে সুজুকির প্রথম বৈদ্যুতিক গাড়ির যাত্রা শুরু করেন।এছাড়াও টিডিএসজির লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি তৈরির কারখানায় হাইব্রিড ব্যাটারির ইলেকট্রোড-এর উৎপাদন শুরু হয়েছে।

আত্মনির্ভর ভারতের শিল্পায়নে গুজরাটের অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একসময় লোকে এই রাজ্যে কিছুই নেই বলে অবহেলা করতো। কিন্তু বর্তমানে সব ধরনের শিল্পের প্রসার ঘটছে। দাহোদ রেল কারখানায় শক্তিশালী ইলেকট্রিক রেলের ইঞ্জিন তৈরি হতে চলেছে। মেট্রো রেলের কোচ অন্য দেশে রপ্তানি করা হবে। বিপুল পরিমাণে মোটর সাইকেল এবং গাড়ি তৈরি করা হবে। বিমানের যন্ত্রাংশ উৎপাদন করে সেগুলিকে রপ্তানি করা হচ্ছে। এখন ভাদোদরায় বিমান তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ভারতে ব্যবহৃত বেশিরভাগ সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এবং পারমাণবিক শক্তি গুজরাটেই উৎপাদিত হয়। বৈদ্যুতিক যানবাহন তৈরিতে গুজরাট অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠেছে। গুজরাটের কেভাড়িয়ায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বিশাল একটি মূর্তি বসানো হয়েছে। এর নাম স্ট্যাচু অফ ইউনিটি। এটি এখন দেশে –বিদেশের অনুপ্রেরণার উৎসস্থল হয়ে ওঠেছে। আমেদাবাদে সবরমতী নদী একসময়ে শহরের নালা হিসেবে ব্যবহৃত হতো আর আজ সেই নদীর সৌন্দর্যায়িত তীর তার গৌরবকে বৃদ্ধি করেছে।

আমেদাবাদে এক সভায় প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, এটি দুই মোহনের অঞ্চল। প্রথম জন সুদর্শন চক্রধারী মোহন অর্থাৎ দ্বারকাধীশ শ্রী কৃষ্ণ। আরেকজন চক্রধারী মোহন অর্থাৎ সবরমতীর সন্ত, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী।

বাপুর ভূমি থেকে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের বার্তা

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই উৎসবের মরশুমে শুধু স্বদেশী দ্রব্যই কিনুন

নবরাত্রী, বিজয়া দশমী, ধানতেরাস এবং দীপাবলী-আসন্ন উৎসবের মরশুমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও একবার বলেছেন... আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনাদের জীবনের মন্ত্র হয়ে ওঠুক...যে জিনিষই আমরা কিনবো সেটি হবে মেড-ইন-ইন্ডিয়া. স্বদেশী। আমি ব্যবসায়ীদের বলতে চাই এই দেশের উন্নয়নে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে, বিদেশী জিনিষ বিক্রি করবেন না। একটি বোর্ডে লিখে দিন আমার এখানে শুধু স্বদেশী পণ্যই বিক্রি হয়।

‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’-এর বীজ রোপিত হয় গুজরাটে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সর্দারধাম ছাত্রীবাসের দ্বিতীয় পর্বের শিলান্যাস করেন। এক ভিডিওবার্তায় তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সময়কালের কিছু সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। এর ওপর ভিত্তি করেই বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও অভিযানের সূত্রপাত হয়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেই সময়ে মেয়েদের স্কুলে না পাঠানো এবং প্রচুর স্কুলছুটের মতো সমস্যায় জর্জরিত ছিল এই রাজ্য। তিনি স্কুলগুলিতে সব ধরনের সুবিধাযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলেন। কন্যাভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন গড়ে তোলেন তিনি। গুজরাটে শক্তির আরাধনা করা হয়। ‘মেয়ে এবং ছেলে দুজনেই সমান’ এই অভিযান শুরু করেন তিনি। গুজরাটে যে আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়েছিল তা আজ বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও-এর মতো দেশজুড়ে এক জন আন্দোলনের রূপ নিয়েছে।

মেক ইন ইন্ডিয়া-র নতুন অধ্যায়

১০০-রও বেশি দেশে গুজরাট থেকে বৈদ্যুতিক গাড়ি রপ্তানী হবে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৬ আগস্ট গুজরাটের হনসালপুরে সুজুকির প্রথম ব্যাটারি চালিত বৈদ্যুতিক গাড়ি ই-ভিতারার উদ্বোধন করেছেন। এরমধ্য দিয়ে মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড কর্মসূচির আরও একটি অধ্যায়ের সূচনা হল। ভারতে তৈরি এই গাড়িগুলি ইউরোপ এবং জাপানের মতো উন্নত বাজার সহ ১০০-র বেশি দেশে রপ্তানী হবে। ভারত সুজুকির বৈদ্যুতিক গাড়ির আন্তর্জাতিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই কারখানাটির শিলান্যাস করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের গণতন্ত্র শক্তিশালী। এদেশের জনবিন্যাস এবং বিপুল দক্ষ কর্মী থাকায় অংশীদারদের কাছে এটি অত্যন্ত লাভজনক। সুজুকি ভারতে যে গাড়ি তৈরি করছে, সেগুলি জাপানে রপ্তানী করা হবে। এর মধ্য দিয়ে ভারত-জাপান শক্তিশালী সম্পর্কই প্রতিফলিত হয় না, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ভারতের প্রতি ক্রমবর্ধমান আস্থারও প্রতিফলন এটি।

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য কিউ আর কোডটি স্ক্যান করুন

- প্রধানমন্ত্রী টিডিএসজি লিথিয়াম-আয়ন, ব্যাটারি কারখানায় হাইব্রিড ব্যাটারির ইলেকট্রোড উৎপাদনের কারখানাটি উদ্বোধন করেন।
- এটি তোশিবা, ডেনসো এবং সুজুকির যৌথ উদ্যোগ।
- বৈদ্যুতিক গাড়ির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ব্যাটারি।
- বছর কয়েক আগে পর্যন্ত ভারতে ব্যাটারি আমদানি করতে হতো। এদেশে বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদনের উদ্যোগকে শক্তিশালী করার জন্য ভারতে এই ব্যাটারি উৎপাদন করা জরুরি হয়ে পড়েছিল।
- এই উদ্দেশ্যে ২০১৭ সালে টিডিএসজি ব্যাটারির কারখানার শিলান্যাস করা হয়। এই প্রথমবার তিনটি জাপানি কোম্পানি ভারতে যৌথভাবে ব্যাটারি তৈরি করবে।
- ভারতে স্থানীয়ভাবে ব্যাটারি সেল ইলেকট্রোড উৎপাদন করা হবে।
- এর মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠতে ভারতের উদ্যোগ আরও গতি পাবে। হাইব্রিড বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবসা দ্রুত প্রসার লাভ করবে।

তিনি বলেছেন, দেশ এবং সমাজকে কীভাবে রক্ষা করতে হয় সুদর্শন চক্রধারী মোহন আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। ভারতীয় সৈন্যদের শৌর্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে অপারেশন সিঁদুর। সুদর্শন চক্রধারী মোহনের ভারতের ইচ্ছাশক্তিরও প্রতীক এটি। চক্রধারী মোহন দেখিয়েছেন, স্বদেশী পণ্য বিক্রির মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধি আসবে। আজ যখন সারা পৃথিবী অর্থনৈতিক আত্মকেন্দ্রিকতার রাজনীতি অণুসরণ করছে তখন তিনি গান্ধীর ভূমি থেকে স্বদেশী পণ্য ক্রয় করার আহ্বান জানিয়েছেন।একইসঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছোট দোকানি, কৃষক এবং পশুপালকদের আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাঁদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় কেন্দ্রীয় সরকার সেই বিষয়টি নিশ্চিত করবে। যত চাপই আসুক না কেন আমরা আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করে তা প্রতিহত করবো। ●

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য কিউ আর কোডটি স্ক্যান করুন

কলকাতার উন্নয়নে মেট্রোর নতুন সংযোজন

ভারতের সুবর্ণ ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গের যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, পাশাপাশি রাজ্যের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎও গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বোদয় নীতিতে 'বিকশিত বাংলা'কে যুক্ত করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে গত ১১ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সম্বলিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। গত ২২ আগস্ট এই উপলক্ষে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতা মেট্রো রেলের তিনটি নতুন শাখা সহ ৫,২০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক উপহার রাজ্যকে দিয়েছেন ...

রাজধানী দিল্লির অত্যাধুনিক প্ল্যাটফর্ম থেকে সুরাট ও ভোপালের নতুন নতুন রেললাইন – মেট্রো নতুন ভারতের এক পরিচয় হয়ে উঠছে। দ্রুত এবং পরিচ্ছন্ন এক যোগাযোগ ব্যবস্থাই শুধু নয়, এটি ভবিষ্যৎ ভারতের জীবনরেখা হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। ভারতের প্রথম মেট্রো নেটওয়ার্ক চালু হয় পশ্চিমবঙ্গে। এখন সেই রাজ্যে জন-পরিবহণ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে মেট্রোকে স্থান দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতা মেট্রোর তিনটি নতুন শাখা জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। এই তিনটি শাখার মোট দৈর্ঘ্য ১৩.৬১ কিলোমিটার। এখানে ৭টি নতুন স্টেশন যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও হাওড়া স্টেশনের সঙ্গে মেট্রো স্টেশনের একটি সাবওয়ের উদ্বোধনও করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি, কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে ছয় লেনের এলিভেটেড করিডরের শিলান্যাস করেন তিনি।

এই প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গকে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে সেই রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হল। নতুন ভারতের জন্য এই পরিকাঠামো নির্মাণকে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ভারত আত্মপ্রকাশ করবে। এর প্রেক্ষিতে কলকাতার মতো শহরের ভূমিকা হবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত কিভাবে তার শহরগুলির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, আজকের এই অনুষ্ঠান তারই প্রতীক।

কলকাতায় মেট্রো নেটওয়ার্ক ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

রেল-মহাসড়ক সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে গতি পেয়েছে

কলকাতায় ১৯৭২ সালে মেট্রো প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে প্রথম ৩.৪ কিলোমিটার পথে এই পরিষেবার সূচনা হয়। এরপর, প্রায় ৭০ কিলোমিটার মেট্রো রেলের লাইন তৈরি হয়েছে। ২০২৭ সালের মধ্যে ১৩০ কিলোমিটার মেট্রো রেললাইন তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

মেট্রো লাইন ব্যয়

- গত এক দশকে ৪২টি রেল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে যার দৈর্ঘ্য ৪,৪০০ কিলোমিটারেরও বেশি। এগুলি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৬৮,০০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি সম্পূর্ণ ও আংশিক প্রকল্প রয়েছে। ইতোমধ্যেই ১,৭০২ কিলোমিটার রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় সড়ক সংক্রান্ত ৩৪টি প্রকল্পের কাজ চলছে যার মোট দৈর্ঘ্য ২৮৬ কিলোমিটার। এই প্রকল্পগুলি নির্মাণে ব্যয় হবে ১০,৯০০ কোটি টাকা।

সড়ক, রেলপথ, বিমান এবং জলপথের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

ক্ষেত্র	এখন ২০২৫-২৬	তখন ২০১৩-১৪
মেট্রো	২৪টি শহর ১০৫০ কিমি দীর্ঘ	৫টি শহর ২৪৮ কিমি দীর্ঘ
মেট্রো নির্মাণ	প্রতি মাসে ৬ কিমি	প্রতি মাসে ৬৮০ মিটার
মেট্রোর যাত্রী	দৈনিক ১.১২ কোটি	দৈনিক ২৮ লক্ষ
রেললাইনের বৈদ্যুতিকীকরণ	৪০,০০০ কিমিরও বেশি	২০,০০০ কিমি
বিমানবন্দর	১৬০	৭৪
জলপথ	৩০	৩

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার জীবনরেখা

- কলকাতা মেট্রোর ৩টি নতুন শাখার মধ্যে রয়েছে এসপ্ল্যানেড ও শিয়ালদহের মধ্যে ২.৪৫ কিমি, নোয়াপাড়া ও জয় হিন্দ এয়ারপোর্টের মধ্যে ৬.৭৭ কিমি এবং রুবি ও বেলেঘাটার মধ্যে ৪.৩৯ কিমি।
- নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর শাখার মাধ্যমে এই প্রথম নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সঙ্গে মেট্রো পরিষেবা যুক্ত হল। নতুন এই শাখাগুলির মাধ্যমে মেট্রো রেল যাত্রীদের সেই জায়গায় পৌঁছে দেবে যেখানে আগে সড়কপথে যেতে সময় লাগত ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা।
- কোনা এক্সপ্রেসওয়ের ওপর ৭.২ কিমি দীর্ঘ ছয় লেনের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ব্যয় হবে ১,২০০ কোটি টাকা। এর ফলে হাওড়া ও সংলগ্ন গ্রামীণ অঞ্চলের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে।

ভারতের সম্পদে দেশের যুব সম্প্রদায়ের অধিকার রয়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের জনবিন্যাস পরিবর্তন এবং অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে সম্পদের কোনো অভাব নেই, কিন্তু সেখানে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। ভারতে সম্পদ সীমিত। আমরা আমাদের যুব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছি। অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের দেশে এসে আমাদের যুবক-যুবতীদের কাজে ভাগ বসাক, আমাদের বোন এবং মেয়েদের নির্যাতন করুক – তা আমরা চাইব না।

আপনারা সকলেই শুনে গর্ববোধ করবেন যে, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক ভারতে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, একবিংশ শতাব্দীর ভারতের যুগোপযোগী পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। আর তাই, রেল, সড়ক, মেট্রো, বিমানবন্দর এবং এগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমরা অত্যাধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থাপনা উপহার দিচ্ছে।

দেশের মধ্যে যে রাজ্যগুলিতে ১০০ শতাংশ রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ তার মধ্যে অন্যতম। পুরুলিয়া ও হাওড়ার মধ্যে মেমু রেল পরিষেবার সূচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রুটে ৯টি বন্দে ভারত এবং ২টি অমৃত ভারত ট্রেন চলাচল করছে।

কলকাতায় এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনাকে এখনও পুরো কাজে লাগানো হয়নি। এই সম্ভাবনাকে কাজে না লাগানো পর্যন্ত বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না। 'বাংলার উদয় হলেই, বিকাশিত ভারতের জয় হবে!' আর তাই, গত ১১ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের উন্নয়নে সব ধরনের সহায়তা করছে। ●

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

আত্মনির্ভর ভারত
উন্নত এক দেশের ভিত্তি

> **রিফর্ম, পারফর্ম, ট্রান্সফর্ম মন্ত্রের মাধ্যমে স্লথ অগ্রগতি থেকে বিশ্বকে বার করে এনে সাহায্য করার জায়গায় ভারত।**
>
> **নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

ভারতের অর্থনীতি বিশ্ব মঞ্চে আজ এক শক্তিশালী স্তম্ভ। যখন বিশ্বের অনেক দেশ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন, ভারত তখন উল্লেখযোগ্য স্থিরতার সঙ্গে দ্রুত এগোচ্ছে। এই দৃঢ়তা গত এক দশকে ভারত সরকারের রূপায়িত দূরদর্শী নীতির ফল। বিশেষজ্ঞরা পূর্বাভাস দিচ্ছেন যে বিশ্বের বৃদ্ধিতে ভারতের অবদান শীঘ্রই ২০% -এ পৌঁছতে পারে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে তার প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ার প্রমাণ।২৩ অগাস্ট আয়োজিত ইকোনমিক টাইমস ওয়ার্ল্ড লিডার্স ফোরামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারত, যে রিফর্ম, পারফর্ম এবং ট্রান্সফর্মের মন্ত্র নিয়ে এগোচ্ছে তার ক্ষমতা আছে সময়ের ধারার বদল ঘটানোর...

ভারতীয় অর্থনীতির শক্তি স্পষ্ট হয় যখন আমরা বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকাই। ভারত বর্তমানে বিশ্বে দ্রুততম বৃদ্ধিশীল প্রধান অর্থনীতি এবং শীঘ্রই তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে ওঠার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। দিল্লিতে ২৩ অগাস্ট আয়োজিত ইকোনমিক টাইমস ওয়ার্ল্ড লিডার্স ফোরামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, যখন একটি অর্থনীতির ভিত্তি শক্তিশালী হয় তখন তার প্রভাব দেখা যায় সর্বক্ষেত্রে। যেহেতু দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ছে। এটা বোঝা যায় এই পরিসংখ্যান থেকে... জুন মাসে ২২ লক্ষ সংগঠিত চাকরি যুক্ত হয়েছে ইপিএফও তথ্য ভাণ্ডারে। যা কোনও একটি মাসে এ যাবৎ সর্বোচ্চ। ভারতের খুচরা মুদ্রাস্ফীতি ২০১৭-র পরে সর্বনিম্ন স্তরে এবং ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার

পৌঁছেছে সর্বকালীন উচ্চতায়। ভারতের সোলার পিভি মডিউল উৎপাদন ক্ষমতা ২০১৪-য় ছিল মোটামুটি ২.৫ গিগাওয়াট, সেখানে বর্তমানে তা পৌঁছেছে ১০০০ গিগাওয়াটে। দিল্লি বিমানবন্দরও প্রবেশ করেছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলির অভিজাত ১০০- মিলিয়ন – প্লাস ক্লাবে। বর্তমানে এই বিমানবন্দরের বার্ষিক যাত্রী সংখ্যা ১০০ মিলিয়নের ওপর। বিশ্বের মাত্র ৬ টি বিমানবন্দর এই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত।

'মিসিং দ্য বাস' এই সাধারণ বাগধারা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, যদি সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা যায় তবে তা ফস্কে যায়। ভারতের পূর্বতন সরকারগুলি প্রযুক্তি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে এমন অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে। তিনি বলেন যে এটা কারো সমালোচনা নয়, কিন্তু গণতন্ত্রে তুলনামূলক আলোচনা প্রায়শই কার্যকরীভাবে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। ২০১৪-র পরে ভারত তার কাজের ধারার পরিবর্তন করে এবং কোনো সুযোগ নষ্ট না করার সংকল্প নেয়। ভারত শুধুমাত্র মেড-ইন-ইন্ডিয়া ৫- জি তৈরি করেছে তাই নয়, দ্রুত গতিতে তা সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে ভারত মেড-ইন-ইন্ডিয়া ৬ জি প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। সেমি-কন্ডাক্টরের কারখানা স্থাপিত হচ্ছে ভারতে। ভারতের লক্ষ্য লম্বা লাফে এগিয়ে যাওয়ার। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারতে সংস্কার হচ্ছে কোনও বাধ্যবাধকতার বা কোনও সংকটের কারণে নয়। সংস্কার হল ভারতের দায়বদ্ধতা এবং দৃঢ়চিত্ততার প্রতিফলন। অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল এবং বিধি এবং প্রক্রিয়ার সরলীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, প্রক্রিয়া ও অনুমোদনের কাজ ডিজিটাইজ করা হয়েছে। বেশ কিছু সংস্থানকে নিরপরাধকরণ করা হয়েছে। জিএসটি ব্যবস্থা সরল করতে কাজ চলছে যা দাম কমাবে। ভারত ২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত দেশ হয়ে উঠতে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ। উন্নত ভারতের ভিত্তি আত্মনির্ভর ভারত। এর মূল্যায়ন করা উচিত ৩টি বিষয় দিয়ে... স্পিড, স্কেল এবং স্কোপ। বিশ্বজুড়েও অতিমারীর সময়ে ভারত এই তিনটি মানদণ্ডেই ভালো কাজ করেছে। এই সময়ে যখন আচমকা অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের চাহিদা বেড়েছিল এবং বিশ্বজুড়ে সরবরাহ থমকে যায়, ভারত তখন দেশে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য উৎপাদন করতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়। বিশ্ব এখন তাকিয়ে আছে শক্তিক্ষেত্রে ভারতের স্পিড, স্কেল এবং স্কোপের দিকে। ভারত ২০৩০-এর মধ্যে তার মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫০% অজৈব জ্বালানি থেকে পাওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে, যা নির্দিষ্ট সময়ের ৫ বছর আগেই অর্জিত হয়েছে। ●

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে এই QR Code টি স্ক্যান করুন

ভারত আত্ম বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বের প্রয়োজন মেটাচ্ছে...

ভারতের ইলেক্ট্রনিক্স রপ্তানি

প্রায় ৩৫০০০ কোটি টাকার রপ্তানি হয়েছিল স্বাধীনতার পর ৬৫ বছরে

এটি এখন বেড়ে হয়েছে ৩.২৫ লক্ষ কোটি টাকা

ভারতের অটোমোবাইল রপ্তানি

আগে বছরে প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকা

এখন এটা বেড়ে হয়েছে বছরে ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা

- ১০০ টি দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ি রপ্তানির মাধ্যমে আরও এক মাইলফলকের সামনে ভারত
- ২০১৪-র তুলনায় গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে, অন্যদিকে পেটেন্টের জন্য আবেদনের সংখ্যা ১৭ গুণ বেড়েছে।
- ভারত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বের প্রয়োজন মেটাচ্ছে...
- ১ লক্ষ কোটি টাকার একটি গবেষণা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন কর্মসূচি অনুমোদিত হয়েছে।
- গত বছর ভারত ৪ লক্ষ কোটি টাকার কৃষি পণ্য রপ্তানি করেছে।
- গত বছর বিশ্বের ৮০০ কোটি টিকার মধ্যে ৪০০ কোটি তৈরি হয়েছে ভারতে।

ভারতের মহাকাশ অভিযান

১৯৭৯ থেকে ২০১৪ ৪২ টি অভিযান হয়েছে

গত ১১ বছরে ৬০ টির বেশি অভিযান সম্পূর্ণ

২০১৪-য় ভারতের ছিল একটি মাত্র মহাকাশ স্টার্টআপ, সেখানে বর্তমানে ৩০০ -র বেশি।

লিমকা বুক অফ রেকর্ডস : ১৩ জানুয়ারী ২০২৩ – এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এমভি গঙ্গা বিলাসের যাত্রার সূচনা করেন। যেটি বিশ্বের দীর্ঘতম নদীপথে যাত্রা করে, বারাণসী থেকে ডিব্রুগড়, ৩,২০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে, ৫ টি ভারতীয় রাজ্য এবং বাংলাদেশের ২৭ টি নদীপথ দিয়ে। এই ঐতিহাসিক যাত্রা স্থান পায় লিমকা বুক অফ রেকর্ডস-এ।

ক্রুজ পর্যটন

ভারতে নতুন শিরোপা পেয়েছে

**(Representational Map)*

প্রায় ৭ হাজার ৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল রেখা এবং ২০,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জলপথ নেটওয়ার্ক নিয়ে দ্রুত অগ্রগতির জন্য এর ব্যবহার করার সক্ষমতা এবং ক্ষমতা আছে ভারতের। এই লক্ষ্যে 'ক্রুজ ভারত মিশন' শুরু হয় ৫ বছরের মধ্যে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির পাশাপাশি জাতীয়-আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, বিনোদন এবং সংস্কৃতির প্রসারের উদ্দেশ্যে। ক্রুজ পর্যটনকে যা এক সময় মনে করা হত, ব্যয়সাপেক্ষ বিলাসিতা তাকে সাধারণ মানুষের কাছে এনে দেওয়ার মাধ্যমে।

---

৩০ সেপ্টেম্বর 'ক্রুজ ভারত মিশন'- এর এক বছর পূর্ণ হবে, এই প্রেক্ষাপটে আসুন আমরা জেনে নিই কী ভাবে ক্রুজ পর্যটনের একটি নতুন যুগ ভারতে প্রভাব বিস্তার করছে...

একটা সময় ছিল যখন বড় বড় জাহাজ আমাদের দেশের নদীতে চলত, কিন্তু স্বাধীনতার পরে এই ক্ষেত্রটি অত্যন্ত অবহেলার সম্মুখীন হয়। বর্তমানে কয়েক যুগ পরে এক নতুন ভাবনা নিয়ে নতুন ভারত উন্নয়নের সঙ্গে ঐতিহ্যকে যুক্ত করার মাধ্যমে পুনরুজ্জীবনের নতুন অধ্যায় লিখছে। গত ১১ বছরে সড়ক, রেলপথ এবং আকাশপথের মতোই জলপথকে শক্তিশালী করতে উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। এখন এর সম্পূর্ণ সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে ক্রুজ ভারত মিশন দেশকে রূপান্তরিত করছে আন্তর্জাতিক ক্রুজ পযটন হাবে। সমুদ্র যাত্রার সূচনা এবং ভারতের সুন্দর জায়গাগুলির অভিজ্ঞতা প্রচারের মাধ্যমে। এই অভিযানের লক্ষ্য ৫ বছরের মধ্যে ১০ টি সি-ক্রুজ টার্মিনাল, ১০০ টি রিভার ক্রুজ টার্মিনাল এবং ৫ টি মেরিনাস স্থাপন। যদি আমরা গত এক দশকের কথা বলি তাহলে দেখব সি- ক্রুজের যাত্রী সংখ্যা প্রায় ৪০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বাস করে যে, ২০৪৭ -এর মধ্যে এই সংখ্যা ৫০ লক্ষে পৌঁছবে।

এপর্যন্ত ৯ টি রাজ্যজুড়ে থাকা ১৩টি জাতীয় জলপথে, ১৫টি রিভার ক্রুজ সার্কিট কার্যকর হয়েছে। এই অভিযানের পরিকল্পনায় আছে ১৪টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৫১টি রিভার ক্রুজ সার্কিট শুরু করার। এর লক্ষ্য অত্যাধুনিক পরিকাঠামো এবং অন্য সুবিধা সহ ভারতকে ক্রুজ পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল করে তোলা,

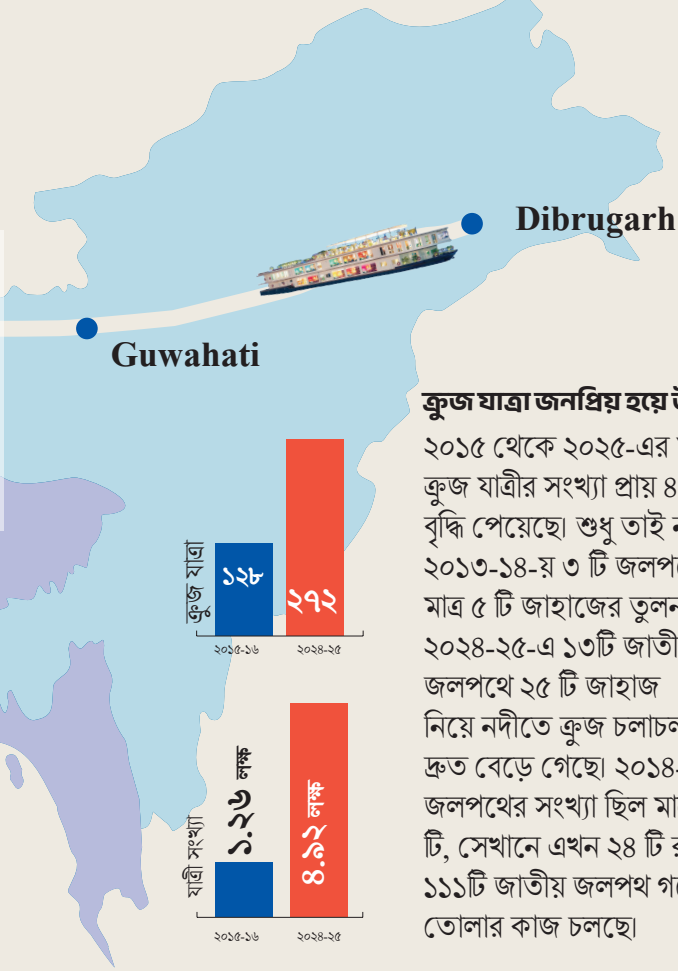

ক্রুজ যাত্রা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে

২০১৫ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে ক্রুজ যাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয় ২০১৩-১৪-য় ৩ টি জলপথে মাত্র ৫ টি জাহাজের তুলনায় ২০২৪-২৫-এ ১৩টি জাতীয় জলপথে ২৫ টি জাহাজ নিয়ে নদীতে ক্রুজ চলাচল দ্রুত বেড়ে গেছে। ২০১৪-য় জলপথের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ টি, সেখানে এখন ২৪ টি রাজ্যে ১১১টি জাতীয় জলপথ গড়ে তোলার কাজ চলছে।

ক্রুজ ভারত মিশন ২০২৯-এর লক্ষ্য

৪ লক্ষ কর্মসংস্থান ক্রুজ ক্ষেত্রে। প্রাথমিক লক্ষ্য : ১ লক্ষ

১০ লক্ষ সি-ক্রুজ যাত্রী ভবিষ্যতে, বর্তমানে ৫ লক্ষ যাত্রীর থেকে অনেকটাই বৃদ্ধি

১৫ লক্ষ রিভার ক্রুজ যাত্রী ভবিষ্যতে বর্তমানের ৫ লক্ষের তুলনায়।

- ১০ টি আন্তর্জাতিক ক্রুজ টার্মিনাল হবে : বর্তমানে ২ টি আছে।
- ভবিষ্যতে ১০০ রিভার ক্রুজ টার্মিনাল : বর্তমানে ৫০ টি আছে

“ জলপথ শুধু পরিবেশ রক্ষার জন্য ভালো তাই নয়, এতে অর্থের সাশ্রয় হয়। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী জলপথে পরিবহনের খরচ সড়ক পথের তুলনায় আড়াই গুণ এবং রেলপথের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ কম। আপনারা ভাবতে পারছেন জলপথে কতটা জ্বালানি বাঁচে এবং কতটা অর্থের সাশ্রয় হয়।

নরেন্দ্র মোদী , প্রধানমন্ত্রী

ক্রুজ ভারত মিশনের ৩ পর্যায়ের পরিকল্পনা

- **পর্যায় ১ (অক্টোবর ২০২৪ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫):** বর্তমানে টার্মিনালগুলির আধুনিকীকরণ, সেইসঙ্গে বিপণন নিয়ে গবেষণা, সার্বিক পরিকল্পনা এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ক্রুজ অংশীদারিত্ব।
- **পর্যায় ২ (অক্টোবর ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৭) :** পর্যটনের পূর্ণ সম্ভাবনা থাকা এলাকায় জোর দিয়ে নতুন ক্রুজ টার্মিনালের গঠন।
- **পর্যায় ৩ (এপ্রিল ২০২৭ থেকে মার্চ ২০২৯) :** ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে ক্রুজ সার্কিটগুলির সংযুক্তিকরণ।

ক্রুজ পর্যটনের প্রসারে গৃহীত পদক্ষেপ

- বন্দরগুলিতে প্ল্যাটফর্ম দিতে অগ্রাধিকার।
- বন্দর মাশুল এবং যাত্রী মাশুলে শুল্কের সামান্যীকরণ, বন্দর শুল্কে ছাড় ১০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে।
- বিদেশী ক্রুজ জলযানের জন্য ক্যাবোটেজ মকুব, ভারতের এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে ভারতীয়দের পরিবহনে অনুমতি।
- ই-ভিসা এবং অন-অ্যারাইভাল ভিসার সুবিধার সূচনা।
- ই-ল্যান্ডিং কার্ডের সূচনা। ক্রুজের যাত্রাপথে সব কটি বন্দরে বৈধ।
- সামান্যীকৃত ক্রুজ শুল্কের সূচনা।

যাতে বিদেশী পর্যটকদের বড় অংশ ভারতের প্রতি আকর্ষিত হয়। ভারতীয় পর্যটকদের মধ্যে ক্রুজ যাত্রাও জনপ্রিয় করে তোলা যায়।

ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার শুরু করা বারাণসী থেকে হলদিয়া এক নম্বর জাতীয় জলপথে (১৩৯০ কিমি) অভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচল বহাল আছে। গত অর্থ বছরে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে ৪২২৯টি জাহাজ চলাচল করেছে।

দেশের ৬ টি প্রধান বন্দরে ক্রুজ টার্মিনাল

বর্তমানে দেশে ৬ টি প্রধান বন্দর আছে। মহারাষ্ট্রে মুম্বই বন্দর, গোয়ায় মর্মূগাঁও, কেরালায় কোচি, তামিলনাড়ুতে চেন্নাই, কর্ণাটকে নিউ ম্যাঙ্গালোর বন্দর এবং অন্ধ্রপ্রদেশে বিশাখাপত্তনম। এছাড়াও পুডুচেরি, লাক্ষাদ্বীপ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শ্রী বিজয়পুরমে ক্রুজের সুবিধা আছে। একই সঙ্গে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে ১১ টি রাজ্যে ২৯ টি জাতীয় জলপথ কার্যকর হয়েছে, যার মধ্যে ৩ টি জাতীয় জলপথ সম্পূর্ণ ক্রুজ চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট। ●

পিএম জন ধন

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন

"জন ধন অ্যাকাউন্ট শুধুমাত্র একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নয়। তা দরিদ্র মানুষের আত্মমর্যাদার বার্তাবাহী এবং তাঁর কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার দরজা খুলে দেয়। তাঁরা ব্যাঙ্কে গিয়ে টেবিলে হাত রেখে কথা বলতেন পারেন; আমরা তাঁদের মধ্যে এই প্রত্যয় আনতে পেরেছি।"

৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার প্রাকারে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই উক্তি স্পষ্ট করে দেয় যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকলে সাধারণ মানুষ কতটা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন। ২০১৪-য় সূচিত জন ধন প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত ৫৬ কোটির বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই শুধু খোলা হয়নি, এই প্রকল্প কোটি কোটি ভারতীয়ের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের দরজাও খুলে দিয়েছে...

দশকের পর দশক ধরে অবহেলা ও ভুল নীতির জেরে দরিদ্র মানুষের মধ্যে নিজেকে হীন ভাবার একটা অভ্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দরিদ্রদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রায়ত্বকরণ হলেও দেশের ৪০ শতাংশ মানুষের কাছে এই পরিষেবা অধরা ছিল। যে কোন বিপদে পড়লে গরীব মানুষ অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তেন। সমাজ মুখ ফিরিয়ে নিত। দরিদ্রদের সমস্যার মোকাবিলা শুধুমাত্র সরকারেরই কাজ বলে দায় এড়ানোই যেন স্বাভাবিক। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট কার্ড, বীমা, পেনশন – এসবই যেন ধনীদের জন্য, গরীবের নয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী হতাশার এই আঁধারে আলো জ্বালিয়েছেন – শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা। গরীব মানুষের কাছে যা ছিল স্বপ্ন – তা বাস্তব হয়ে উঠেছে। ব্যাঙ্কমিত্র এবং ব্যাঙ্কসখীরা শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে গরীব মানুষের দরজায় পৌঁছে যেতে শুরু করে। নিজের নামে শূন্য ব্যালেন্সের জন ধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে যাওয়ার পর দরিদ্র মানুষের জীবনধারাটাই পাল্টে গেল। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গ হিসেবে এযাবৎ গরীব ও বঞ্চিতদের হাতে ব্যাঙ্কের পাশবুক পৌঁছে দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

এরই সঙ্গে গরীব মানুষ পেয়ে গেলেন রুপে কার্ড। প্রবীণ বয়সে নিরাপত্তা দিতে এগিয়ে এলো অটল পেনশন যোজনা। বীমা এখন শুধুমাত্র সুবিধাভোগীদের বিষয় নয়। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বীমা যোজনায় গরীব পরিবারগুলিকে বীমা আচ্ছাদনের আওতায় নিয়ে এলো।

জন ধন যোজনা সমাজবাদের প্রকৃত উদাহরণ।

একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, অনেক সুবিধা

- রান্নাঘরের কৌটোতে এখন আর টাকা লুকিয়ে রাখতে হয় না, নিরাপদে ব্যাঙ্কে থাকে সেই টাকা। রুপে কার্ড আর্থিক সুরক্ষা এবং সুবিধা – দুইয়েরই সংস্থান করেছে। মহাজনদের হাত থেকে মুক্তি মিলেছে।
- 'ব্যাঙ্ক মিত্র'-দের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। কোন ঝামেলা ছাড়াই এর সুযোগ পাচ্ছেন মানুষ।
- লেনদেনের জন্য এখন আর নগদ টাকা সঙ্গে রাখতে হয় না। মোবাইল ফোন থাকলেই হল। এই লেনদেন সহজ ও নিরাপদ করেছে ইউপিআই।
- সঞ্চয়ে বৃদ্ধি : ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত থাকায় এবং সরকারের থেকে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের কল্যাণে পরিবারের সঞ্চয় বেড়েছে।
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি : মহিলাদের অ্যাকাউন্ট এবং নিকটতম ব্যাঙ্কিং কেন্দ্র তৃণমূল স্তরে নারীদের ক্ষমতায়ন জোরদার করেছে।
- সুপ্রশাসনের প্রতি আস্থা : জনধন – আধার – মোবাইল বিপ্লবের সুবাদে জন ধন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে গেছে দূরতম প্রান্তে।
- জন ধন – আধার – মোবাইল ত্রয়ী দালালদের রমরমা দূর করেছে, ৩২০টিরও বেশি কল্যাণমূলক প্রকল্পের গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে ৪৫ লক্ষ কোটিরও বেশি টাকা। ৪.৩ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় করেছে দেশ।

ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সংস্থান

ব্যাঙ্ক মিত্র + ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং কেন্দ্র = প্রতি গ্রামে ব্যাঙ্ক

- ২১.৬ লক্ষ ব্যাঙ্কিং স্পর্শবিন্দুর সুবাদে ভারতের ৬ লক্ষেরও বেশি গ্রামের প্রতিটির ৫ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে পাওয়া যায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। অর্থাৎ ৯৯.৯% গ্রামে এই সুবিধা মেলে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার বেশি সংখ্যক অ্যাকাউন্ট

৫৬.২১
কোটি জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে

৩৮.৭১
কোটি রুপে ডেবিট কার্ড ইস্যু হয়েছে

- ৬৭%-এরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে গ্রাম ও আধা-শহুরে এলাকায়
- শহরাঞ্চলে গ্রাহকের সংখ্যা ৮.৬৯ কোটি
- জন ধন অ্যাকাউন্টের ৫৬% অর্থাৎ ৩১.৩৩ কোটি অ্যাকাউন্ট মহিলাদের

(দ্রষ্টব্য : কোটির হিসেবে, ২০২৫-এর ২২ অগাস্ট পর্যন্ত)

আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত বঞ্চনার বদলে ক্ষমতায়ণ! পিএম জন ধন যোজনা ভারতের দরিদ্র মানুষের জীবন পাল্টে দিয়েছে। প্রান্তিক মানুষ আর্থিক পরিষেবা পাওয়ার অধিকারী হলে গোটা দেশ একসঙ্গে এগোতে পারে। প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা সেই কাজটি করেছে। মানুষের মর্যাদা বাড়িয়ে তাঁদের নিজের ভাগ্য গড়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এই যোজনা।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের জন্য এই যোজনা প্রকৃত অর্থেই 'সকলের সঙ্গে সকলের বিকাশ' মন্ত্রকে তুলে ধরে। দশকের পর দশক ধরে শোষিত ও বঞ্চিতরা প্রাপ্য অধিকার পেলেন। দেশে জাগরুপ হল নতুন আত্মপ্রত্যয়ের চেতনা। আজ প্রতিটি গ্রামে ৫ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে মিলে যাচ্ছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। রুপে কার্ডের ব্যবহার করছেন মানুষ। প্রতিটি গ্রামে বাড়ছে ডিজিটাল লেনদেন। এই ধারা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জন ধন অ্যাকাউন্টধারীদের আবারও কেওয়াইসি করিয়ে নিতে বলেছেন। ●

ভারত পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রে বড় পক্ষ হিসেবে উঠে আসছে

সারা বিশ্বে জ্বালানি সংকট এবং পরিবেশগত সমস্যার প্রেক্ষিতে ভারত তার মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে এবং ধারাবাহিক বিকাশের অন্যতম বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেছে পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রকে। দেশজ প্রযুক্তির বিকাশ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতা – সব পন্থাই অবলম্বন করে ভারত এক্ষেত্রে শুধু স্বনির্ভরই হয়ে উঠছে না, সারা বিশ্বে পরমাণু শক্তি মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০৪৭ নাগাদ পরমাণু শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ গিগাওয়াটে নিয়ে যাওয়া লক্ষ্য রেখেছে বলে...

জ্বালানি ক্ষেত্রের বিন্যাসে পরমাণু শক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস করে তোলায় দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত। ২০৪৭ নাগাদ পরমাণু শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। এর ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমবে। পরিকাঠামো খাতে লগ্নির পাশাপাশি কৌশলগত নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে জোর দেওয়া হচ্ছে অভ্যন্তরীণ পরমাণু প্রযুক্তির বিকাশ এবং সরকারী – বেসরকারী অংশীদারিত্ব। জ্বালানির নিরাপত্তা এবং ধারাবাহিক বিকাশের অন্যতম অণুঘটক হিসেবে পরমাণু ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছে সরকার। বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে সূচনা হয়েছে পরমানু শক্তি মিশনের। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে পরমানু শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে, বেসরকারী অংশগ্রহণ জোরদার হবে এবং ছোট মডিউলার চুল্লির মতো পরমাণু প্রযুক্তির বিকাশ ঘটবে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে সরকার পরমাণু শক্তি মিশনের ঘোষণা করে।

এর লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা ও দেশজ প্রযুক্তির বিকাশ। বরাদ্দ হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। ২০৩৩ নাগাদ অন্তত ৫ টি দেশজ ছোট মডিউলার চুল্লি সক্রিয় করে তোলার লক্ষ্য রয়েছে। বিষয়টি ২০৪৭ নাগাদ ১০০ গিগাওয়াট পরমাণু শক্তি উৎপাদনের মাইলফলক অর্জনের যাত্রায় সহায়ক হবে। এর পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণও কমবে। শুধু তাই নয়, পরমাণু শক্তি মিশনের কার্যকর রূপায়ণ নিশ্চিত করতে সরকার অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্ট এবং সিভিল লায়াবেলিটি ফর নিক্লিয়ার ড্যামেজ অ্যাক্ট পরিমার্জনেরও চিন্তাভাবনা করছে। এই সব সংশোধনী পরমাণু শক্তি প্রকল্পে বেসরকারী লগ্নি বৃদ্ধি করবে।

লক্ষ্যপূরণে বেসরকারী ক্ষেত্রের সঙ্গে অংশীদারিত্ব

- ভারতের নিজস্ব ছোট চুল্লি গড়ে তোলা
- এই ধরনের চোট চুল্লি সংক্রান্ত গবেষণা
- নতুন প্রযুক্তি নিয়ে বিশদ গবেষণা

পরমাণু শক্তি ও মহাকাশ দফতরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, ডঃ হোমি ভাবার মাধ্যমে সূচিত ভারতের পরমাণু শক্তি যাত্রা নিয়ে দেশের বাইরে ও ভেতরে বেশ সংশয় ছিল। অন্য দেশগুলির নিষেধাজ্ঞা মনোভাব এবং এই ধরনের জ্বালানি সম্পর্কে অহেতুক ভয় এখানে কারণ। কিন্তু ২০১৪-র পর থেকে ভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এক্ষেত্রে দ্রুত এগোচ্ছে। ডঃ সিং বলেছেন,

পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কিছু অগ্রগতি ...

- **ভারতের প্রাচীনতম ইউরেনিয়াম খনি, জাদুগোড়া খনি অঞ্চল :** ওই অঞ্চলে আরও ইউরেনিয়ামের খোঁজ মিলেছে। এর ফলে আরও ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে খনি অঞ্চলটি সচল থাকবে।
- **৭০০ মেগাওয়াটের পিএইচডব্লুআর-এর প্রথম দুটি ইউনিট :** বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাজ শুরু করেছে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে।
- **দেশের প্রথম প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর (পিএফবিআর ৫০০ মেগাওয়াট) :** ২০২৪-এ বেশ কয়েকটি মাইলফলক অতিক্রান্ত। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য প্রাইমারি সোডিয়াম সঞ্চয় এবং তার শুদ্ধিকরণ, ৪টি সোডিয়াম পাম্পের কাজ শুরু হওয়া (২টি প্রাইমারি, ২টি সেকেন্ডারি)
- **এনপিসিআইএল এবং এনটিপিসি :** দেশে পরমাণু শক্তির প্রসারে যৌথ সমঝোতায় স্বাক্ষর।
- রাজস্থানের মাহি-বানসোয়ারা পরমাণু বিদ্যুৎ (৪ × ৭০০ এমডব্লু পিএইচডব্লুআর) প্রকল্প সহ বেশ কয়েকটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ ও মালিকানা।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্র সম্পর্কে কিছু তথ্য

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতায় রেকর্ড বৃদ্ধি

২৩৪.২৪
গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জিত (৮.৭৮ জিডব্লু পরমাণু বিদ্যুৎ এর মধ্যে নেই) ২০২৫-এর ১২ অগাস্ট পর্যন্ত,

৫০০
গিগাওয়াট অজীবাশ্ম জ্বালানি সঞ্জাত বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে ২০৩০ নাগাদ

- **জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা :** বড় কেন্দ্র থেকে ৪৯.৬২ গিগাওয়াট এবং ছোট কেন্দ্রগুলি থেকে ৫.১০ গিগাওয়াট (২০২৫ –এর ১২ অগাস্ট পর্যন্ত)
- **বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা :** ৫১.৬৭ গিগাওয়াট (২০২৫ –এর ১২ অগাস্ট পর্যন্ত)

বিশ্বের উৎপাদন ক্ষমতা

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারত রয়েছে চতুর্থ স্থানে, সৌর বিদ্যুতের ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানে

সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০২৫ এর ১২ অগাস্ট পর্যন্ত ১১৬.২৪ গিগাওয়াট। ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতায় ৪৮ শতাংশ অবদান এইক্ষেত্রের।

পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা

এক কোটি পরিবারের জন্য ৭৫,০২১ কোটি টাকা বরাদ্দ নিয়ে এই মিশনের পথ চলা শুরু। ২০২৫-এর ১৪ অগাস্ট পর্যন্ত ৫৮.৮১ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। উপকৃত ১৭.২৪ লক্ষ পরিবার। মোট ৯,৮৪১.৭৭ কোটি টাকার ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে।

পরমাণু শক্তি উৎপাদন ক্ষমতায় বার্ষিক ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি

২০১৪-১৫
৩৫,৫৯২
মিলিয়ন ইউনিট

২০২৪-২৫
৫৬,৬৮১
মিলিয়ন ইউনিট

সংস্থাপিত পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

৭১ শতাংশ বৃদ্ধি, ২০১৪-র ৪,৭৮০ মেগাওয়াট থেকে ২০২৫-এর ৮.৭৮০ মেগাওয়াট – নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ২৫ টি রিঅ্যাক্টর জুড়ে।

১০০ গিগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হওয়ার পর শোরগোল পড়ে নি। এর থেকে স্পষ্ট সারা বিশ্বেই পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত বিষয় ভারতের প্রতি আস্থা বাড়ছে।

পরমাণু শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ...

ভারত দ্রুতগতিতে নিজের পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছে। ২০৩১-৩২ নাগাদ এই ক্ষমতা ৮,১৮০ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ২২,৪৮০ মেগাওয়াটে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গুজরাট, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, হরিয়াণা, কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশে মোট ৮ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ১০ টি রিঅ্যাক্টর চালু করার বিষয়টি।

এছাড়াও সরকার অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার কোভভাড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতায় ৬ × ১২০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলায় নীতিগত সম্মতি দিয়েছে। শুধু তাই নয়, অন্য অনেক চুল্লির কাজ শুরুও হয়ে গেছে। ভারতে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি কঠোর নিয়ম বিধি এবং আন্তর্জাতিক নজরদারির মধ্যে রয়েছে। তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের মধ্যেই।

সরকার জ্বালানি ক্ষেত্রে দেশকে স্বনির্ভর করে তুলতে একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। সৌর শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ১০ গুণ বেড়েছে।

অসামরিক পরমাণু শক্তি ভবিষ্যতে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বড় অবদান রাখবে।

নরেন্দ্র মোদী,
প্রধানমন্ত্রী

মিশন গ্রীণ হাইড্রোজেন বাবদ হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। ২০৪৭ নাগাদ পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০ গুণ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এইসব উদ্যোগের সুবাদে ২০২৫-এই মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫০ শতাংশ পরিবেশ বান্ধব উৎস থেকে তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়া সম্ভব হয়েছে – যেজন্য সময় ছিল ২০৩০ পর্যন্ত। ●

কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রথম নির্বাচিত ভারতীয় অধ্যক্ষ হিসেবে বিঠঠলভাই প্যাটেলের দায়িত্ব গ্রহণের ১০০ বছর

এই সভা গণতন্ত্রের চালিকাশক্তি

ইতিবাচক ঐতিহ্য, দেশের স্বার্থে নীতি ও আইন প্রণয়ন এবং দেশের পথনির্দেশের ক্ষেত্রে আইনসভার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে সভার অধ্যক্ষের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। অধ্যক্ষের মর্যাদা নির্ভর করে নিরপেক্ষতা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অবিচল থাকার দৃঢ় মানসিকতার ওপরে। কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রথম নির্বাচিত ভারতীয় অধ্যক্ষ হিসেবে বিঠঠলভাই প্যাটেলের দায়িত্বগ্রহণের ১০০ বছর উপলক্ষ্যে দিল্লি বিধানসভায় সারা ভারত বিধানসভা অধ্যক্ষদের সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ...

বিঠঠলভাই প্যাটেলের কার্যকালে সারা দেশে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক স্তরে নীতি প্রণয়ন দপ্তর এবং আইনসভার সচিবালয় স্থাপিত হয়। ওই সময় বিঠঠলভাই বলেছিলেন যে, আইনসভা নির্বাচিত সরকারের আওতায় থেকে কাজ করতে পারে না। সেখানে নিরপেক্ষভাবে তর্ক-বিতর্কের পরিসর থাকা দরকার। সেই বক্তব্যের সূত্র ধরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী গত ২৪ অগাস্ট এই সম্মেলনে বলেন, আইনসভার অধ্যক্ষের মর্যাদা রক্ষায় সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। রাজ্যগুলির মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ মঞ্চ গড়ে তোলা দরকার। সরকার ও বিরোধী পক্ষের সুস্থ তর্ক-বিতর্ক একান্ত জরুরি। লোকসভা, রাজ্যসভা, এবং প্রাদেশিক আইনসভায় কাজ এগিয়ে চলা উচিত নির্দিষ্ট বিধি মেনে। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় দেশের মানুষের সমস্যা মোকাবিলায় সর্বোত্তম পন্থার অন্বেষণ এভাবেই হতে পারে। আইনসভা নিজের মর্যাদা হারিয়ে ফেললে ফল ভুগতে হয় সব পক্ষকেই।

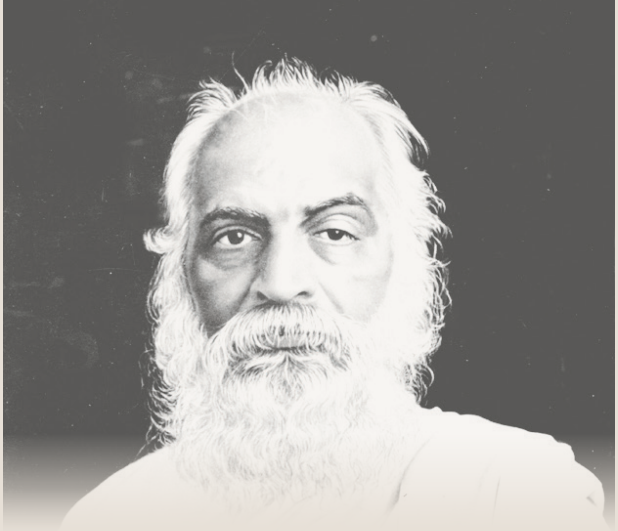

গণতন্ত্রের ক্ষমতায়ন

- ১৯২৫ সালে কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রথম নির্বাচিত ভারতীয় অধ্যক্ষ হন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বিঠঠলভাই প্যাটেল।
- ভারতীয় ভাবধারায় গণতন্ত্র পরিচালনার ভিত গড়ে দেন তিনি।
- বিঠঠলভাই প্যাটেল কেন্দ্রীয় স্তরে এবং প্রতিটি রাজ্যে আইন প্রনয়ণ দপ্তর এবং বিধানসভার সচিবালয় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন- যা অনুমোদিত হয় প্রতিনিধি পরিষদে।
- বিঠঠলভাই প্যাটেল আইন সংক্রান্ত কাজকর্ম এবং অধ্যক্ষের কর্তব্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদনির্দেশ দিয়ে যান- যা এখনও মান্য।
- বার বার চ্যালেঞ্জ এসেছে তাঁর সঙ্গে, প্রতিবারই তিনি তা পেরিয়ে গেছেন।
- আইনসভার অধ্যক্ষের মযার্দা রক্ষার পাশাপাশি সভায় দেশের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার ক্ষেত্রও তিনি ছিলে সমান তৎপর। ব্রিটিশদের অন্ধভাবে অনুসরণ করতেন না তিনি।

আইনসভার রীতিনীতির ভিত গড়ে দিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করছেন বিঠঠলভাই প্যাটেল। সকলেরই মতপ্রকাশে স্বাধীনতাকে তিনি মান্যতা দিয়ে চলেছেন। আইনসভার কাজকর্ম ব্রিটিশদের ধ্যান-ধারনা অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না। আজকের দিনেও বিভিন্ন আইনসভার অধ্যক্ষদের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে পথ চলা উচিৎ।

অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী

কেন্দ্রীয় পরিষদের কাজ চলত দিল্লি বিধানসভা চত্বর থেকে

ব্রিটিশ আমলে ১৯১৯ সালের আইনানুযায়ী কেন্দ্রীয় আইনসভায় দ্বিকক্ষীয় প্রণালী চালু হয় – নিম্ন ও উচ্চ কক্ষ। নিম্ন কক্ষের নাম ছিল কেন্দ্রীয় আইনসভা পরিষদ। এর ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে ১০৪ জন নির্বাচিত হতেন। ১৯২৫ সালের অগাস্ট মাসে এই সভার প্রথম নির্বাচিত ভারতীয় অধ্যক্ষ হন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বিঠঠলভাই প্যাটেল। সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন স্বাধীনতার সৈনিক। ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের অবলুপ্তি ঘটে।

এই সভায় সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরের প্রতিফলন একান্ত জরুরি।

ভারতে অধ্যক্ষের পদকে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাজ বেশ কঠিন। একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্য হলেও অধ্যক্ষ হিসেবে শপথ গ্রহণের পর তাঁকে নিরপেক্ষ 'আম্পায়ার'-এর ভূমিকা নিতে হয়। প্রায় ৮০ বছর ধরে এদেশে গণতন্ত্রের ভিত আরও মজবুত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মনে তা গেঁথে গেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর ভারতে ক্ষমতায় একাধিকবার রদবদল হয়েছে। কিন্তু শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে একবিন্দু রক্তপাত ছাড়াই। এর কারণ আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মেনে চলেছি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রণালীতে রূপান্তর ঘটিয়েছি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেন, আইন সভায় অর্থবহ বিতর্ক না হলে এইসব ভবনের কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আইনসভাকে ব্যবহার করা কোনওভাবেই কাম্য নয়। প্রতিবাদের মধ্যেও সংযম থাকা উচিত। প্রতিবাদের নামে সভার কাজকর্মে বাধাদানের প্রবণতার নেতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষের সচেতন হয়ে ওঠা দরকার। ●

বিহারের রাজনৈতিক আঙ্গিনায় অন্যতম জ্যোতিষ্ক

জন্ম : ২১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪
মৃত্যু : ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

সততা, দায়বদ্ধতা, আড়ম্বরহীনতা এবং আত্মবলিদানের প্রতীক ভোলা পাসওয়ান শাস্ত্রীর আদর্শ আজও প্রাসঙ্গিক। দরিদ্র পরিবারের এই মানুষটি হয়ে উঠেছিলেন বিহারের রাজনৈতিক আঙ্গিনার অন্যতম স্তম্ভ। এক সময় উচ্চকোটির মানুষের ভাষা হিসেবে পরিচিত সংস্কৃতে দক্ষ ছিলেন তিনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কারাবাস করেছেন। ৩ বার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এই নেতা। দারিদ্রের মধ্যেই কাটিয়েছেন সারা জীবন...

বিহারের সন্তান ভোলা পাসওয়ান শাস্ত্রী ছিলেন সততা ও সরলতার প্রতীক। ওই রাজ্যের প্রথম দলিত মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। সারা জীবন কাজ করে গেছেন কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য। তাঁর জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত অনাড়ম্বর। বহু সময় গাছের নীচে বসেও কাজ করেছেন। মাটিতে পাতা চাদরে বসে অনায়াসে বৈঠক করতেন আধিকারিকদের সঙ্গে। তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল দেশ ও সমাজের প্রতি।

পূর্ণিয়া জেলার বাইরগাছিতে তাঁর জন্ম। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ঝাঁপিড়ে পড়েন স্বাধীনতার লড়াইয়ে। অত্যন্ত পরিশ্রমী এই মানুষটি বারাণসীতে সংস্কৃত অধ্যায়ন করে শাস্ত্রী উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছেন সকলেই। পরবর্তী পর্যায়ে ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের চিন্তা-ভাবনা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

১৯৬৮ সালে তিনি প্রথমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হন। তবে পদে ছিলেন মাত্র ৩ মাস। এরপর ১৯৬৯-এ ১৩ দিনের জন্য ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন তিনি। ১৯৭১-এও এই দায়িত্বে আসেন- সেবার কার্যকালের মেয়াদ ছিল ৭ মাস। প্রাদেশিক রাজনীতির বাইরেও জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। উপার্জন বলতে ছিল, বেতনটুকুই। ছিল না নিজের জাঁকজমকপূর্ণ বাংলো কিংবা গাড়ি। জন্মেছেন কুঁড়েঘরে। কুঁড়েঘরেই তার মৃত্যু। ১৯৮৪-র ৯ সেপ্টেম্বর প্রয়াণের পর শেষকৃত্যর খরচের টাকাও ছিল না পরিবারের হাতে।

২০১৪- ১০ মার্চ গুজরাজের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিহারের পুর্ণিয়ায় এক সমাবেশে ভোলা পাসওয়ান শাস্ত্রীর সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২২-এর ২৩ সেপ্টেম্বর বিহারের পূর্ণিয়ায় জনভাবনা মহাসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ-এর বক্তব্যে উঠে আসে ভোলা পাসওয়ান শাস্ত্রীর প্রসঙ্গ।

PMO India
@PMOIndia

त्योहारों में हम जो भी खरीदारी करें, जो भी गिफ्ट दें...घर की साज-सज्जा के लिए जो भी सामान लाएं...वो मेड इन इंडिया हो।

Rajnath Singh
@rajnathsingh

This fusion of technology and surprise is making warfare more complex and unpredictable than ever before. That is why we must not only master existing technologies but also ensure that we are constantly prepared for new innovations and unforeseen challenges.

Amit Shah
@AmitShah

मोदी जी ने 130वें संविधान संशोधन बिल में CM और मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री भी हो, यह खुद से डलवाया है।

एक CM जेल में रहे और सचिव, DGP, चीफ सेक्रेटरी आदेश लेने जेल जाए, यह हमारे लोकतंत्र को शोभा नहीं देता।

जब संविधान बना था, तब संविधान निर्माताओं ने इस निर्लज्जता की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में ऐसे नेता भी आएँगे, जो जेल में रहकर सरकार चलाएँगे।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

11 years ago, Hon'ble PM Shri @narendramodi Ji sowed the seed of financial empowerment through Jan Dhan Yojana. Today, with 56+ crore accounts, women leading the way, and villages linked to the nation's economic pulse, PMJDY is more than banking—it is trust in action, dignity in every wallet, and empowerment in every household. A vision that once began as inclusion, now shines as India's financial revolution.

#11YearsOfJanDhan

Jagat Prakash Nadda
@JPNadda

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में नई हेल्थ पॉलिसी बनी, जो holistic health policy है।

इस health policy में हम लोगों ने पहली बार जोर दिया कि इसमें prevention होना चाहिए, preventive, promotive और curative etc. हेल्थकेयर होना चाहिए। यानी, पहले तो व्यक्ति बीमार ही न हो, इसकी हमें चिंता करनी है।

Dr Jitendra Singh
@DrJitendraSingh

#ISRO successfully conducts the first Integrated Air Drop Test (IADT-01), showcasing the parachute-based deceleration system for #Gaganyaan.

A proud joint effort of ISRO, IAF, DRDO, Indian Navy & Coast Guard.

India, China committed to fair resolution of border issue: Modi

After PM meets the Chinese President, MEA says ready for 'reasonable and mutually acceptable' solution on border; Xi says border issues should not define overall relations; Foreign Secretary says India, China economies can stabilise world trade

Vighnesh P. Venkitesh
TIANJIN

Improved ties: Prime Minister Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping during a meeting on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation summit in the Chinese city of Tianjin. PMO

Prime Minister Narendra Modi, at his meeting with Chinese President Xi Jinping on Sunday, underlined the importance of peace and tranquillity on the India-China border for continued development of bilateral relations.

Meeting on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation summit in the northern Chinese city of Tianjin, the two leaders agreed on the need to strengthen people-to-people ties through direct flights and visa facilitation, building on the resumption of the Kailash Mansarovar Yatra and tourist visas, amid an improving relationship between the neighbours. Mr. Xi said the border issue should not define overall relations.

"The two leaders noted with satisfaction the successful disengagement last year and the maintenance of peace and tranquillity along the border areas since then. They expressed commitment to a fair, reasonable, and mutually acceptable resolution of the boundary question," the Ministry of External Affairs said in a statement following the meeting.

Mr. Modi called for mutual support in combating terrorism, Foreign Secretary Vikram Misri said at a press briefing on Sunday night.

CONTINUED ON » PAGE 10

Indians must follow 'vocal for local' mantra, says PM

In his monthly broadcast *Mann Ki Baat*, Modi calls for a self-reliant India, amid trade turmoil due to the U.S. tariffs; expresses anguish at the havoc caused by natural disasters in the country

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Say with pride, this is swadeshi... the only mantra is vocal for local, the only path is Aatmanirbhar Bharat, the only goal is developed India

NARENDRA MODI
Prime Minister

Prime Minister Narendra Modi on Sunday urged Indians to take pride in "swadeshi (made in India)" products as the festival season approaches. In his monthly radio address *Mann Ki Baat*, he stressed that India should follow one mantra, "Vocal for Local"; one path, "Atmanirbhar Bharat (self-reliant India)"; and one goal, "developed India".

Everything that is needed in life should be swadeshi, he said, reiterating his recent appeal for the country to become self-reliant after U.S. President Donald Trump imposed a 50% tariff on Indian goods.

As different parts of the country celebrate Ganesh Chathurthi, and as Durga Puja and Deepavali approach, he said that people should not forget about swadeshi products during the festivals, while purchasing gifts, clothes, or decor items.

"Say with pride, 'This is swadeshi'," he said, repeating the phrase thrice. "The only mantra is vocal for local, the only path is Aatmanirbhar Bharat, the only goal is developed India," he said in the concluding remarks of his monthly broadcast.

He also expressed his anguish at the havoc that natural disasters had wreaked during the rainy season. "This monsoon season, natural disasters are testing the country," Mr. Modi said.

"At places, homes were destroyed; at others, fields were submerged; families were ruined in large numbers. Elsewhere, bridges were swept away by gushing water; roads were washed away; people's lives were enmeshed in danger. These incidents have saddened every Indian," he said.

The Prime Minister added that national and State emergency forces had toiled day and night to help people. Modern technology and resources, such as thermal cameras, life detectors, sniffer dogs and drone surveillance, have been deployed in rescue and relief efforts, he said, adding that security forces, local populations, social workers, doctors, and the administration had made every possible effort in this hour of crisis.

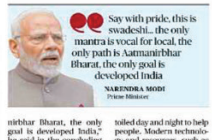

J&K sports events

He highlighted two major events in Jammu and Kashmir amid the devastating natural calamity – the first day-night cricket match in Pulwama and a water sports festival in Srinagar.

"Not many people noticed these. But you will be happy to know about those achievements. A record number of people gathered in a stadium in Pulwama... Pulwama's first day-night cricket match was played here. Earlier this was impossible, but now my country is changing," he said. "The second event that caught attention was the country's first 'Khelo India Water Sports Festival', and that too held at Dal Lake in Srinagar. Truly, what a special place to host a festival like this." Speaking to Mohsin Ali, who is from Jammu and Kashmir and won a gold medal, he said the youth of the region can bring glory to the country as they have so much potential.

Mr. Modi said love for the Ramayana and Indian culture was now reaching every corner of the world, noting that a 51-foot statue of Lord Ram was unveiled at Mississauga in Canada earlier this month.

A unique exhibition was held in Vladivostok, a very cold region of Russia, this month, in which paintings made by Russian children on different themes of the Ramayana were showcased. "It is indeed heartening to see the growing awareness of Indian culture in different parts of the world," Mr. Modi said.

PMJDY hits 560 mn accounts, ₹2.68 lakh cr deposits in 11 yrs

Rajeev Jayaswal
letters@hindustantimes.com

Prime Minister Narendra Modi. PTI

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi on Thursday said the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) has enhanced dignity and empowered underserved citizens as the world's biggest financial inclusion scheme achieved over 560 million bank accounts in the last 11 years with deposits exceeding ₹2.68 lakh crore.

"When the last mile is financially connected, the entire nation moves forward together. That is exactly what the PM Jan Dhan Yojana achieved. It enhanced dignity and gave people the power to script their own destiny," he said in a post on X as the central scheme completes 11 years. PMJDY was launched by Modi on August 28, 2014.

PMJDY ensures that every unbanked adult has access to a basic bank account with zero balance requirements and no maintenance charges. Each account comes with a free RuPay debit card, offering an accident insurance cover of ₹2 lakh, encouraging digital transactions and financial security. Account holders are also eligible for an overdraft facility of up to ₹10,000, providing a safety net during emergencies. According to government data, the average deposit per PMJDY account is ₹4,768 as on August 13.

On this occasion, Union finance minister Nirmala Sitharaman called it a key driver of economic growth and development. "Universal access to bank accounts enables the poor and marginalised to participate fully in the formal economy and benefit from its opportunities," she said in a statement.

"PMJDY has been one of t[he] major channels for deliveri[ng] benefits under various schem[es] using Direct Benefit Transf[er] (DBT), providing credit faciliti[es], social security, and enhanci[ng] savings and investments," s[he] said. More than 380 million fr[ee]-of-cost RuPay cards have be[en] issued, facilitating digital tran[s]actions, she added.

It is noteworthy that und[er] PMJDY, 67% of the accounts a[re] opened in rural or semi-urb[an] areas, and 56% of the accoun[ts] are opened by women, indic[at]ing how underprivileged indiv[id]uals living in far-flung areas [of] the country have been broug[ht] into the formal financial sect[or], the FM said. PMJDY accoun[ts] have no restriction of balanc[e] or amount of transactions if fu[lly] KYC compliant. It is a Basic Sa[v]ings Bank Deposit Accou[nt] (BSBD) account and provid[es] free of cost facilities for t[he] deposit of cash at bank branch[es] as well as ATMs, receipt a[nd] credit of money through a[n] electronic channel or by mea[ns] of deposit and collection [of] cheques drawn by governme[nt] agencies and departments.

WAYS TO BALANCE BILATERAL TRADE DISCUSSED

We're partners, not rivals, say Modi, Xi

SHUBHAJIT ROY
Tianjin, August 31

Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimi[r] Putin (centre) and Chinese President Xi Jinping at the SCO Summit in Tianjin on Sunday X/RUSSIAN...

UNDERLINING THE MOVE to repair India-China bilateral ties — after a five-year military standoff along the Line of Actual Control (LAC) in eastern Ladakh — Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping emphasised on Sunday that the two countries were "partners, not rivals". While they agreed on a "fair, reasonable and mutually acceptable resolution" of the border issue, they flagged the importance of a multipolar world and "role of their two economies to stabilise world trade".

The meeting — their second in the last 10 months — comes in the backdrop of the deepening trust deficit between India and the United States over the 50% tariffs imposed by the Donald Trump administration. Significantly, the Ministry of External Affairs (MEA) statement said Modi noted that "India and China both pursue strategic autonomy, and their relations should not be seen through a third country lens."

Xi said the two countries should strengthen "multilateral cooperation to safeguard common interests", and should "not let the border issue define the overall China-India relationship", according

The bilateral meeting, on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit here, lasted for about an hour. This is Modi's

the sidelines of the BRICS lea[d]ers' summit in Russia's Kaz[an] last October, when their tal[ks] resulted in disengagement [of] troops from two key fricti[on] points in eastern Ladakh.

"Last year in Kazan, we h[ad] very productive discussio[ns] which gave a positive directi[on] to our relations," Modi told [...] on Sunday. "After the dise[n]gagement at the border, [an] atmosphere of peace and st[a]bility is now in place," he sai[d]

India, Japan talk semiconductors

Japanese chip makers plan to tie up with India

PRESS TRUST OF INDIA
Tokyo, August 30

Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba at a semiconductor plant (top); they travel on board a bullet train (above) on Saturday PTI

PRIME MINISTER NARENDRA Modi on Saturday visited a semiconductor plant at Sendai in the Japanese prefecture of Miyagi, a day after New Delhi and Tokyo resolved to deepen cooperation in the critical technology sector.

Modi, accompanied by his Japanese counterpart Shigeru Ishiba, travelled in a bullet train to Sendai, situated at a distance of over 300 km from Tokyo.Prime Minister Ishiba hosted a lunch in honour of Modi in Sendai that was joined by the governor of Miyagi prefecture and other dignitaries.PM Modi's visit to the Tokyo Electron Miyagi Ltd (TEL Miyagi) in Sendai highlighted the complementarity between India's growing semiconductor manufacturing ecosystem and Japan's strengths in the sector, an Indian readout said.

TEL Miyagi, a leading Japanese company in the semiconductor sector, has plans for collaborations with India.Modi was briefed about TEL's role in the global semiconductor value chain, its advanced manufacturing capabilities and its ongoing and planned collaborations semiconductor supply chain partnership as well as ongoing partnerships under the India-Japan Industrial Competitiveness Partnership and Economic Security Dialogue," it said. It said the joint visit by Modi and Ishiba to the facility also underscored the shared vision of India and Japan to develop robust, resilient and trusted semiconductor supply chains.

"Prime Minister Modi conveyed his appreciation to Prime Minister Ishiba for joining him in this visit and reaffirmed India's readiness to work closely with Japan in this strategic domain," the MEA said. On Saturday, Modi met governors of 16 Japanese

Japan vows $68bn investment as PM, Ishiba chart future path

Rezaul H Laskar
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Japan on Friday set a target of 10 trillion yen ($68 billion) in private investments in India over a decade as Prime Minister Narendra Modi and his counterpart Shigeru Ishiba finalised a 10-year roadmap to deepen economic cooperation in vital areas such as technology, digitalisation and rare earths against the backdrop of uncertainty created by the trade policies of the US administration.

Modi and Ishiba launched an Economic Security Initiative at their annual bilateral summit in Tokyo to ensure supply chain resilience in strategic sectors such as semiconductors, telecom, pharmaceuticals and emerging technologies, and also

মেদবহুলতা থেকে মুক্তি
লালকেল্লা থেকে আহ্বান

মেদবহুলতা অত্যন্ত অসুবিধার এবং অনেক রোগের উৎস। সেজন্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যিনি দেশের নাগরিকদের নিজের পরিবারের সদস্য ভাবেন, লালকেল্লার প্রাকার থেকে ভাষণে এই সমস্যার থেকে বেরিয়ে আসার ডাক দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী পরিচ্ছন্নতা, আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন দেখেন। পাশাপাশি প্রতিটি পরিবারের খাদ্য তালিকায় তেলের ব্যবহার ১০% কমানোর ডাকও দেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিকশিত ভারতের ভিত্তি হল সুস্থ ভারত...

- সমীক্ষায় দেখা গেছে আজ প্রতি ৮ জনের ১ জন মেদবহুলতায় আক্রান্ত, আগামী বছরগুলিতে প্রতি ৩ জনের ১ জন এতে আক্রান্ত হয়ে উঠতে পারেন।
- জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সর্বেক্ষণ-৫ অনুযায়ী ২৪% মহিলা এবং ২৩% পুরুষ মেদবহুল।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য উনুযায়ী পৃথিবীর প্রায় ২৫ কোটি মানুষ মেদবহুল- অর্থাৎ তাঁদের ওজন প্রয়োজনের তুলনায় বেশি।

“নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই শারীরিক সচলতার দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। এ বিষয়ে আমার পরমর্শের কথা মনে পড়ে? খাবারে তেলের ব্যবহার ১০% কমান এবং ওজন কমান। আপনি শারীরিকভাবে সচল হলে জীবনে সুপারহিট হয়ে উঠবেন।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO. : DELBEN/2020/78825 SEPTEMBER 16-30, 2025
RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi Postal License No DL(S)-1/3548/2023-25, WPP NO U(S)-96/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi-110001 on 13-17 advance Fortnightly (Publishing September 2, 2025, Pages-52)

Editor in Chief
Dhirendra Ojha
Principal Director General,
Press Information Bureau, New Delhi

Published & Printed by:
Kanchan Prasad,
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

Published from:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at
Chandu Press, 469, Patparganj Industrial Estate, Delhi 110 092

Bengali